



ক  
২৫৭



## মঙ্গলাচরণ।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আমি,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি বেক্ষপ  
অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং  
স্বদেশীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে  
বেক্ষপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন; বোধ হয়, এ  
অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে।  
তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি  
উপস্থাপন করিয়া সাহস পূর্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে  
সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই নোন্দর্য্য-  
বিহীন দেখায় না।

যখন আমি “তিলোত্তমাসম্ভব” নামক কাব্য প্রথম প্রচার  
করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমি-  
তাকর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক;  
কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই  
নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত  
হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্ত-  
মার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি  
এ পরিশ্রম সকল বোধ করিব—ইতি।

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

কলিকাতা।  
১২ সে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।



# মেঘনাদবধ কাব্য।

## প্রথম সর্গ।

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চড়ামনি,  
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে  
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিনি,  
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,  
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি  
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসতরঙ্গ  
প্রজিত মেঘনাদে—অজের জগতে—  
উন্মীলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিতা?  
বন্দি ও চরণঅরবিন্দ, মন্দমত  
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে  
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আর্গিষা,  
বাল্মীকির রমনায় (পদ্মাসনে যেন)

যবে খরতর শরে, গহন কাননে,  
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধু বিধিলা নিবাদ,  
তেমতি দাগেরে, আসি, দয়াকর সতি ।  
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?

দম্ভাহুতি প্রহৃত্ত পানপু নরাধম  
আছিল যে নর, এবে, তোমার প্রমাদে,  
মৃত্যুঞ্জয়, যথ। মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !  
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকরঃ  
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,  
বিষহৃক্ষ চন্দনহৃক্ষের শোভা ধরে !

মা, এ হেন পুণ্য কি আছে আমার ?  
কিন্তু গুণহীন যে সম্মানগণ মাঝে  
মুঢ়মতি, জননীৰ মেহ তার প্রতি  
সমধিক্ । উর তবে, উর, দয়াময়ি  
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররমে ভাসি,  
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া ।  
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরি  
কল্পনা ! কবির চিত্ত ফুলবন মধু  
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে  
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

কনক আসনে বসে দশানন বলী—  
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবন্ধ যথ।  
তেজঃপুঞ্জ । শতশত পাত্রমিত্র আদি  
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে ।  
ভুতলে অতুল সভা—স্ফটিক গঠিত;  
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানসমরমে

সুরঙ্গ কমলকুল বিকসিত যথা ।  
 শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত শুভ্র সারিসারি  
 ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, কণীত্রে যেমতি,  
 বিস্তারি অমৃতকণা, ধরেন আদরে  
 বুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,  
 পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে  
 ( খচিত মুকুলে কুলে ) পল্লবের মালা  
 স্বয়ম্বর গেহে । ক্ষণপ্রভা সম হাসে  
 রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়ন !  
 ঢুলায় ঢামর চাকলোচনা কিঙ্করী ।  
 ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে  
 না পড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে :  
 ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূর্তি,  
 শাশুর শিবির দ্বারে কদ্রেস্বর যথা  
 শূলপাণি ! মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ,  
 পরিমলময় বায়ু, রঞ্জে সঞ্জে আনি  
 কাকলী লহরী, আহা, মনোহর যথা  
 শরলহরী গোকুল বিপিনে !  
 কিছার ইহার কাছে, হে দানবপতি  
 মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা  
 স্বয়ম্বর গড়িলা তুমি তুঘিতে পৌরবে ?  
 এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,  
 পুত্রশোক বাক্যহীন ! ঝর ঝর ঝরে  
 অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসন ;  
 তক, সরস শরীরে তীক্ষ্ণশর  
 বাজিলে, কাঁদে নীরবে । করষোড় করি,



দাঁড়ায় সম্মুখে তগ্নদূত, ধূষরিত  
 ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর ।  
 বীরবাহু সহ যত শোধ শতশত  
 তামিল রণমাগরে, তা সবার মাঝে  
 এক মাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তাদে  
 আশিল সকলে, রক্ষা করিল রাশমে—  
 নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম ।  
 এ দূতের মুখে শুনি সূতের নিধান,  
 হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি  
 নৈকষেয় ! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে ।

মেঘনাদ বধে, দারি, ঘন আবরিলে  
 দিননাথে ! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,  
 বিবাদে নিশ্চারি ছাতি, বহিল রাবণ—  
 “ নিশ্চার স্বপনসম তোর এ বারতা,  
 রে দূত ! অমরহৃদ যার ভুজবলে  
 কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব তিথারী  
 বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া,  
 কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুণের ?  
 হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি !  
 কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধন ?  
 কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দাক্ষণ বিধি,  
 হরিলি এ ধন তুই ? হায়রে, কেমনে  
 সহি এ ঘটনা আমি ? কে আর রাখিবে  
 এ বিপুল কুল মান একাল সমরে !  
 বনের মাঝারে যথা শাখাদলে তাগে  
 একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে

নাশে রক্ষ, হে বিধাতঃ, এ ছরস্তু রিপু  
 তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে  
 নিরস্তর! সমূলে নির্মূল হব আমি  
 এর শরে; তা না হলে, মরিত কি কভু  
 শূলী শস্ত্রসম তাই সুস্তকর্ণ মম,  
 অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—  
 রাক্ষসকুল রক্ষণ? হায়, স্পর্শনখা,  
 কি কক্ষণে নেথেছিলি, তুইরে অভাগী,  
 কাল পঞ্চবটী মনে কালকুটে ভরা  
 এ ভুজগ? কি কক্ষণে (তোর দুঃখ দুঃখী)  
 পাবকশিখা রূপিণী জানকীরে আমি  
 তানিনু এ টেঁহমগেহে? হায়, ইচ্ছাকরে,  
 ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে  
 প্রশি, এ মনের দ্বালা জুড়াই বিরলে!  
 কুমুদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে  
 উদ্ভলিত নাট্যশালাসম রে আছিল  
 এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে  
 জ্বলাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;  
 নীরব ররাঁব, বীণা, মুরজ, মুরলী;  
 এবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?  
 কাঁচেরে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিল। আক্ষেপে রাক্ষস-  
 কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা  
 হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে  
 গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে  
 হত যত প্রিয়পুত্র কুকক্ষেত্র রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (মচিবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধঃ)  
 কৃতাজ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিল  
 নতভাবে ;—“ হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,  
 রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !  
 তোমারে বুঝায় হেন সাধা কার আছে  
 এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ মনে মনে,—  
 অভভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে  
 বজ্রাঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে  
 যে পীড়নে । বিশেষতঃ, এ ভবমণ্ডল  
~~নায়াময়, যথা এর দুঃখ, সুখ মত ।~~

মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন । ”

উত্তর করিল তবে লক্ষা অধিপতি ;—  
 “ না কহিলে সত্য, ও হে অমাত্যপ্রধান  
 সারণ ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল  
 নায়াময়, যথা এর দুঃখ, সুখ মত ।  
 কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ  
 অবোধ । হৃদয়বস্ত্রে ফুটে বে কুমুম,  
 তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়  
 ভাবে শোক মাগরে, মৃণাল যথা জলে,  
 যবে কুললয়ধন লয় কেহ হরি । ”

এতক কহিয়া রাজা, দূতপানে চাহি,  
 আদেশিল, — “ কহ, দূত, কেমনে পাড়িল  
 সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী ? ”

প্রণমি রাজেশ্বরপদে, করষুগ ঝুড়ি,  
 আরম্ভিল ভয়দূত ;—“ হায়, লক্ষাপতি,  
 কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?

কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—  
 মদকল করী যথা পশে নলবনে,  
 পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে  
 ধনুর্ধর । এখনও কাঁপে হিয়া মম  
 থরথরি, অরিলে সে দৈত্যবল্লভার !  
 শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জন ;  
 সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি  
 ক্ষত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-  
 পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি জিভুবনে,  
 এ হেন ঘোর ঘর্ষর কোদণ্ড-টঙ্কারে  
 কভু নাহি দেখি শর হেন ভরস্কর !—  
 পশিলা বীরেন্দ্রবন্দ বীরবাহু সহ  
 রণে, যথনাথ সহ গজযুথ যথা ।  
 ঘনু ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—  
 মেগদল আসি ঘেন আবরিলা কষি  
 গগণ ; বিজ্ঞাতমালা সম চকমকি  
 উড়িল কলস্কল অশ্বর প্রদেশে  
 শনশনে !—থন্য শিঙ্গা বীর বীরবাহু !  
 কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?

“এই রূপে যুঝিল শশ্বররিপুরুষী  
 পুত্র তব, হে রাজন্ । কতক্ষণ পরে,  
 যুদ্ধে অবেশিলা আসি নরেন্দ্র রাঘব ।  
 কনক মুকুট শিরে, করে ভীমধনু,  
 বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে  
 সজ্জিত,”—এতক কহি, নীরবে কাঁদিল  
 ভয়দূত, কাঁদে যথা বিলাপী, অরিয়্য

পূর্বভূতঃ! সত্যাজন কাঁদিল সকলে ।

অক্রময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,  
মনোদরীমনোহর;—“কহ, রে সন্দেশ-  
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা  
দশাননাজ্জ জ্বরে দশরথাজ্জ ?”

“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরস্তিল  
ভগ্নদূতঃ, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,  
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?  
যথা অগ্নিময়চক্ষু হর্যাক্ষ দুর্জয়,  
কড়মিড়ি তীষণ দশন, পড়ে লাফি  
রবশঙ্ক্রে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রোষে  
কুমারে : চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ  
উথলিল, সিক্ত যথা বৃন্দি বায়ু সহ  
নির্ঘোষে ! ভাঙিল অসি অগ্নিশিখাসম  
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে  
অযুত : নাদিল কনু অনুরাশি রবে :—  
আর কি কহিব, দেব ? পূর্বজন্মদোষে,  
একাকী বাচিলু আমি : হায় রে বিধাতঃ,  
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই গোরে ?  
কেন না শুইলু আমি শরশয্যোপরি,  
হৈমলকা অলকার বীরবাহু সহ  
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী ।  
ক্ষত বক্ষস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,  
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অন্তলেখা ।

এতক কহিয়া শুক্ল হইল রাক্ষস  
মনস্তাপে । ইহাবে বিবাদে লক্ষাপতি

কহিলা; “সাবাসি, দূত ! তোর কথা। শুনি,  
কোন বীরহিয়া নাহি চাহেরে পশিতে  
সংগ্রামে ? উমকধ্বনি শুনি কালফণী,  
কভু কি অলস ভাবে নিবাসে বিবরে ?  
ধন্য লক্ষা, বীরপুত্রধাত্রী ! চল, সব—  
চল যাই, দেখি, ওহে সত্যসদৃ জন,  
কেমনে পড়েছে রণে বীর চুড়াগনি  
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়ন ।”

উঠিলা রাক্ষসপতি গ্রামাদ শিখরে,  
কনক উদয়াচলে সেন দিনমণি  
অংশুমালী । চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-  
সৌধ-কিরীটিনী লক্ষা—মনোহর। পুরী !—  
হেমহর্ষা সারিসারি পুষ্পবন মাঝে ;  
কমলআলয় সরঃ ; উৎসরজঃ ছটা ;  
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষুবিনোদন  
যুবতীর্যোবন যথা ; হীরচুড়াশিরঃ  
দেবগৃহ ; বিপণি, রঞ্জিত নানা রাগে,  
বিবিধ রতন পূর্ণ ; এ জগত যেন  
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,  
রেখেছে, রে চাকলঙ্কা, তোর পদতলে,  
জগতবাসিন। তুই, সুখের সদন ।

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—  
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,  
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা  
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ । চারি সিংহদ্বার  
( কঙ্ক এবে ) হেরিলা বদেহীহর ; তথা

জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক  
 অগণ্য । দেখিলা রাজা, নগর বাহিরে,  
 রিপুব্রন্দ, বালিব্রন্দ সিদ্ধুতীরে যথা,  
 কিম্বা নক্ষত্রমণ্ডল আকাশ মণ্ডলে ।  
 থানা দিয়া পূর্বদ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে,  
 বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে  
 অঙ্গদ, কণ্ঠসম নববলে বলী :  
 কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কণ্ঠক  
 ভূষিত, হীমালয়ে অহি ভ্রমে উল্লফণা—  
 ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লাল অবলেপে !  
 উত্তর দুয়ারে রাজা স্রষ্ট্রীব আপনি  
 বীরসিংহ । দাশরাথ পশ্চিম দুয়ারে—  
 হায়রে, বিগ্নম এবে জানকী বিহনে,  
 কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন  
 শশী ! মন্ডে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র হন,  
 গিত্তবর বিভীষণ । শত প্রসরণে,  
 বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,  
 যথা ঘোর কাননে, কিরাতদল মিলি,  
 বেড়ে জালে মাবধানে কেশরীকানিনী,—  
 নয়নরমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা  
 ভীমাসমা ! অদূরে হেরিল রক্ষসপতি  
 রণক্ষেত্র । শকুনী, গৃধ্রমী, শিবাকুল,  
 কৃক্কর, পিশাচদল ফেরে কোলাহুলে ।  
 কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;  
 পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে  
 সমলোভী জীব ; কেহ, গরজি উল্লাসে,

নাশে ক্ষুধাঅগ্নি কেহ ; শোষে রক্তশ্রোতঃ !  
 পড়েছে কুঞ্জর পঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;  
 বাড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !  
 চূর্ণরথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,  
 রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি  
 একত্রে ! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনু,  
 তূণ, শর, পরশু, যুদ্ধার, ভিন্দিপাল  
 স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,  
 আর বীর আভরণ, মহাতেজস্কর ।  
 পড়িয়াছে যক্ষীদল বান্দ্রদল মাঝে ।  
 টৈমধ্বজ দণ্ডহাতে, যম দণ্ডাঘাতে,  
 পড়িয়াছে ধ্বজবহ । হায়রে, যেমতি  
 স্বর্ণচূড় শয্য, কুবীৰলবলে ক্ষত,  
 পড়ে ক্ষেত্রে . পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,  
 রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !  
 পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি.  
 চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল মথ্য  
 হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গন্ধড়  
 ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,  
 এড়িল একাঙ্গীবাণ বক্ষিতে কৌরবে ।  
~~মহাভারত~~ শোককুল কহিল রাবণ ;—  
 “যে শয্যায় আজি ভুমি শুয়েছ, কুমার  
 প্রিয়তম, বীরকুল গাদ এ শয়নে  
 সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,  
 জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?  
 যে ডরে, তীক সে মূঢ় ; শতধিক্ তায়ে !



তবু, বৎস, মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয়,  
কোমল সে ফুল সম । এবজু আঘাতে,  
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,  
গিনি অন্তর্যামী : আমি কহিতে অক্ষম ।  
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;  
কিন্তু, দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি  
হও কি হে সুখী ? পিতা পুত্রদুখে ছুঃখী—  
তুমি হে জগতপিতা, এ কি রীতি তব ?  
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র কেশরী !  
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”

এই রূপে আক্ষেপিয়। রাক্ষস ঈশ্বর  
রাবণ, ফিরিয়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে  
মাগর—হস্তরালয় । মেঘক্রেণী সেন  
অচল, ভাগিছে জলে শিলাকুল, ঝাঁপা  
দুর্দ ঝাঁপে । দুই পাশে তরঙ্গ নিচয়,  
ফেণ দয়, ফণাময় যথ। ফণীবর,  
উথলিছে নিরন্তর গজীর নিৰ্বোধে ।  
ভাপূৰ্ণ বন্ধন সেতু, রাজপথসম  
প্রশান্ত : বহিছে জনশ্রোতঃ কলরবে,  
শ্রোতঃপথে জল যথ। বরিষার কালে ।

অতিমানো মহামানী বীরকুলম্ভ  
রাবণ, কহিল। বলী সিদ্ধ পানে চাহিল—  
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,  
প্রচেষ্টা ! হা ধিক্, ওহে জলদল পতি !  
এই কি মাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়  
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,

রত্নাকর? কোন গুণে, কহ, দেব, শুনি, .

• কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমাংরে?

প্রভঞ্জন ঈবরী তুমি; প্রভঞ্জন সম

ভীমপরাক্রম! কহ, এ নিগড় তবে

পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে

শৃঙ্খলিয়া মাছুবর, খেলে তারে লয়ে;

কেশরীর রাজপদ কার মাখা বাঁধে

বীতংসে? এই সে লক্ষা, টেহমবতী পুরী,

শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাধ্বস্বামি,

কৌমুভ রতন যথা মাধব উরসে,

কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?

উঠ, বলি: নীরবলে ভাঙি এ জাঙাল,

দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ ছালা,

ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপা।

রেখে। না গো! তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,

হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”

এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ.

আগিয়া বসিল। পুনঃ কনক আসনে

সভাতলে; নীরবে বসিল। মহামতি

শৌকাকুল; পাত্রমিত্র, সভামদ্ আদি

বসিল সকলে, হায়, বিষমবদনে।

~~হেন কামে গহন ভাসিল চারিদিকে~~

মৃদু রোদন নিনাদ; তা সহ শিশিয়া

ভাসিল নৃপুংস্বনি, কিঙ্কিনীর বোল .

ঘোর রোলে। হেমাদ্রী সঙ্গিনীদল মাথে,

প্রবেশিল। সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা।

আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !  
 আভরণ হীন দেহ, হিমালীতে যথা  
 কুসুমরতন হীন বনমুশোভিনী  
 লতা ! অশ্রময় অঁখি, নিশার শিশির  
 পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে  
 বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,  
 যবে এসে কালফণী কুলায়ে পশিয়।  
 শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভায় !  
 সুর সন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে  
 বামারুল ; যুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন  
 নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রুবারি ধারা  
 আসার ; জীমূতমস্ত্র হাহাকার রব !  
 চমকিলা লক্ষ্যপতি কনক আমনে ।  
 ফেলিল চানর দ্বারে তিত্তি নেত্রমণ্ডরে  
 কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;  
 ক্ষোভে, রোযে দৌবারিক নিক্ষেপিল। অসি  
 ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ যত,  
 অধীর, কাঁদিল। মবে ঘোর কোলাহলে ।

কতক্ষণে মুছুরে কহিল। মহিষী  
 চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—  
 “একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি  
 রূপাময় ; দীন আমি থুয়েছি<sup>৩</sup> তাই<sup>৩</sup>  
 রক্ষা হৈতু তব বাছে, রক্ষকুলমণি,  
 ডকর কোটরে রাখে শাবক যেমতি  
 পাখী । কহ, কোথা তুমি দেখেছ তাহারে,  
 লক্ষ্যনাথ ? কোথা মম অমূলরতন ?

দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম ; তুমি  
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,  
কান্দালিনী আমি, বাজা, আমার সে ধন ? ”

উত্তর করিলো ভবৈশ্বনাথ বলী :—

“এ কথা গঞ্জন, প্রিয়ে, কেন কহ মোরে ?  
গ্রহনোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?  
হায়, বিধিবশে, দেবি, মহি এ মাতন !  
আমি . বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপত্নী,  
দেখ বীরশূনা এবে, নিদায়ে গেমতি  
ফুলশূন্য বনস্তলী . জলশূন্য নদী !  
বাকুইর বরজে সজ্জা পশি যথা  
ছিন্নভিন্ন করে তারে . দশরথস্বজ  
মজাইছে লক্ষ্য মোর ! আপনি জলধি  
পরেছে শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !  
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে ,  
শত পুত্রশোকে বুক ফাটিছে আমার  
দিবানিশি ! হায়, দেবি যথ বনে বায়ু  
প্রবল, শীমূলশিথী ফুটাইলে বলে,  
উড়ি যায় তুলারশি, এ বিপুল কুল-  
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেনতি  
একাল সমরে । বিধি প্রসারিছে বাহু  
বিনাশিতে লীলা ~~দেখ~~ তোমারে ! ”

নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে  
বিধুযুগী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,  
কান্দিল, —বিহ্বলা, আহ, সুরি পুত্রবরে ।  
কহিতে লাগিল পুনঃ দাশরথি-অরি ;—

“এ বিলাপ কঁচু, দেবি, মাজে কি তোমারে?

দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব

গেছে চলি স্বর্ণপুরে; বীরমাতা তুমি;

বীরকর্মে হত পুত্র হেতু কি উদ্গিত

ক্রন্দন? উজ্জল আজি এ বংশী আনার

তব পুত্র পরাক্রমে; তবে কেন তুমি

কাঁদ, হে বিধুবদনে, তিত অশ্রুনারে?”

উত্তর করিল। তবে চাকনেত্রা দেবী  
চিহ্নাঙ্গদা;— “দেশবৈরী নানো যে সমরে,  
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধনা বলে মানি  
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবর্তী।

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লকা তব;

কোথা সে অমোধ্যাশুরী? কিমের কারণে,

কোন লোভে, কহ, রাজ্য, এসেছে এ দেশে

রাঘব? এ স্বর্ণলকা দেবেত্তর বাঞ্ছিত,

অতুল ভরমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে

রক্ত প্রাচীর সম গোভে জলনিধি।

শুনোছি সরযুতীরে বসতি তাহার—

ক্ষুদ্রনর। তব তৈমসিংহাঙ্গন আশে

যুঝিছে কি দাশরথি? বানন হইয়া

কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু

কো তারে বল, বলি? কাকৈদির সদী

নম্শিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি

কেহ, উদ্ধৃকণা ফণী দংশে প্রহারকে।

কে, কহ, এ কাল অগ্নি জালিয়াছে আজি

লকাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্মকলে,

যজালে রাক্ষসকুল, মজিল। আপনি!

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,  
চিত্রাঙ্গদা, কংদি সঙ্কে মঙ্গীদল লরে,  
চলি গেলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,  
তাজিয়া কনকাসন, উঠিল। গার্জিয়া  
রাগবারি। “এত দিনে” কহিলো ভুপতি।

“বীরশূন্য লক্ষ্য মম! এ কাল মমরে,  
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে  
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।  
মাজ। হে বীরেন্দ্রবন্দ, লঙ্কার ভূষণ!  
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুবলমণি!

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!”

এতেক কহিল। যদি নিকবানন্দন

শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল হুন্দুতি  
গভীর জামৃতমস্বে। সে তৈরব রবে,  
মাজিল কর্বু রহন্দ বীরমদে মাতি,  
সেই সময় বর জাগ। বাহিরিল বেগে  
বারী হতে (বারিস্রোতঃসম পরাক্রমে  
দুর্বার) বারণযুথ; মন্দুরা তাজিয়া  
বাজিরাজী, বক্রাখীব, চিবাইয়া রোষে  
আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,  
বিভায় পুরিয়া পুরী। পদাতিক বৃজ,  
কনক শিরস্ক শিরে, ভাষর পিণানে  
সিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,  
হস্তে শূল, শালহুক অভ্রভেদী যথা,  
আরসী আরত দেহ, আইল কাতারে।

আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে  
 বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী কুমার,  
 ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী  
 পরশু,—উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে  
 যথা বনস্থলে যবে পশে দারানল ।  
 রক্ষা কুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী  
 মেলিল। কেতনবর, রতনে খচিত,  
 বিস্তারিয়া পাখা সেন উড়িল গরুড়  
 অহরে । বাজিল চারিদিকে ঘোর যোলে  
 রণবাদ্য, হুহুদাহ হেথিল উল্লাসে,  
 গরজিল গজ, শংখ নাদিল ভৈরবে;  
 কোদণ্ড টং ফার সহ অমির ঝঞ্ঝাণি  
 ভয়ঙ্কর । রাজাদেশে মাজিল রাক্ষস ।

টলিল কনকলঙ্কা বীরপদ ভরে;—  
 গজিল। বারীশ রোষে ! যথা জলতলে  
 কনক পক্ষজ বনে, প্রবাল আমনে,  
 বাকণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া  
 কবরী বাধিতেছিল, পশিল মে স্থলে  
 আরাব ; চমকি মর্তী চাহিল। চৌদিকে ।  
 কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি  
 মধুস্বরে;— “ কি কারণে, কহ, লো সুজনি,  
 সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?  
 দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তানরী  
 গৃহচূড়া । পুনঃ বুঝি তুচ্চ বায়ুকুল  
 যুঝিতে তরঙ্গচয় সঙ্গে দিলা দেখা ।  
 ধিক্ দেব প্রভঞ্নে ! কেমনে ভুলিলা

জাপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে  
বায়ুপতি ? দেবেশ্বরের সভায় তাঁহারে  
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে  
বায়ুহৃন্দ ; কারাগারে বোধিতে সবারে ।  
হাসিয়া কহিল। দেব :—অনুমতি দেহ,  
জলেশ্বর, তবদ্বিগী বিমল সলিলা  
আছে মত ভুবতলে কিকরী তামারি,

তা সবার সহ আমি বিহারি মতত,—  
তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজন,  
সায় তাহে দিনু আমি । তবে কেন আজি,  
আইলা পবন মোরে দিতে এ বাতনা ? ”

উত্তর করিল। সখী কল কল রবে ;—

“বৃথা গঞ্জ প্রতঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,  
তুমি । এত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে  
সাজিছে রাবণ রাজ্য স্বর্ণ লঙ্কাধামে,  
সাধবিত্তে রাধবের বীরগর্ভ রণে । ”

কহিল। সখী গুনঃ ;—“মহা, লো স্বজন,  
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ।

রক্ষঃকুল রাজলক্ষী মম প্রিয়তমা  
সখী । যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,

নিতে লালসা মোর রণের বারতা ।  
এই স্বর্ণ কমলটি দিও কমলারে ।

কহিও যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি  
বাঁধিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে,  
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,  
জাঁধারি জলধি গৃহ, গিয়াছেন চলি । ”



উঠিল। মুরগী সখী, বাকণী আদেশে,  
 জলতল হতে, যথা উঠয়ে চটুল।  
 সফরী, দেখাড়ে ধনী রজঃ কান্তি ছটা—  
 বিভ্রম বিভাবসুরে । উতরিল। দূতী  
 যথায় কমলালয়ে, কমল আসনে,  
 বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা  
 লক্ষাপুরে । স্বর্ণকাল দাঁড়িয়ে ছুয়ারে,  
 জুড়াইল। অঁখি সখী, দখিয়া সম্মুখে,  
 যে রূপমাধুরী মোহে মদ্যমোহনে ।  
 বহিছে বাসন্তানিল—চিরঅনুচর—  
 দেবীর কমলপদ পরিমল আশে  
 স্ফুসনে । কুসুম রাশি শোভিছে চৌদিকে,  
 ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজি যথা ।  
 শত স্বর্ণধূপদানে পুড়িছে অগুরু,  
 গন্ধরস, গন্ধানোদে আমোদি দেউল ।  
 শত স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার—  
 বিবিধ উপকরণ । স্বর্ণদীপ শত  
 দীপিছে, সুরতি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,  
 খদ্যোতিকাখ্যোতি যথা শশীকলা করে !  
 ফিরায়ে বদন, ইন্দুবদন। ইন্দুরা  
 বসেন বিষাদে দেবী, বসেন মেমতি—  
 বিজ্ঞানদশমী যবে বিরহের মাথে  
 প্রভাতয়ে গোড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা !  
 করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা  
 তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে ;—  
 পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে ?

প্রবেশিলা যমগতি মন্দিরে সুন্দরী  
 সুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে  
 প্রণমিলা নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—  
 রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।

“কি কারণে হেথ! আজি, কহ লো যুরলে,  
 গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,  
 প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি তারি  
 তাঁর কথা! হিনু যবে তাঁহার আলয়ে,  
 কত যে ফারলা রূপা মোর প্রতিগতি  
 বাকণী, কহু কি আমি পারি তা ভুলিতে?  
 রমার আশার বাস মামন উরমে;—  
 হেন হরি হারা হয়ে বাচিম যে রমা,  
 সে কেবল বাকণীর ফেহৌষধগুণে!  
 ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম  
 বারীন্দ্রাণী?” উত্তরিলা যুরলা রূপসী;—

“আমরাপদে জলতলে বসেন বাকণী।  
 বৈদেহীর হেতু মম রাবণে বিব্রহ;  
 শ্রমিতে লামসা তাঁর রণের ধারতা।  
 এই যে পদ্মটী, সতি, ফুটেছিল সূখে  
 সেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;  
 তেঁই পাশীপ্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,  
 বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—“হায়, লো স্বজন,  
 দিন দিন হীনবীর্য্য রাবণ দুর্মতি,  
 যাদঃপতিরোধঃ যথা চল্লোমি আঘাতে!  
 শুনি চমকিবে তুমি। কুন্তকর্ণবলী

ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা  
 ভূধর, পড়েছে সহ সত্যিকায় রথী ।  
 আর মত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম ।  
 মরিয়াছে বীরবাহু—বীরচূড়ামণি ।  
 ওই যে ক্রন্দনধ্বনি শুনিছ, মুরলে,  
 অন্ধপুরে, চিত্রানন্দা কাদে পুত্রশোক  
 দিকলা । চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী ।  
 বিদরে হৃদয় নম শুনি দিবানিশি  
 প্রমদাকুলরোদন । প্রতিগৃহে কাদে  
 পুত্রহীন মাতা, দুতি, পতিহীন, মতী :

সুধল, মুরলা : “কহ, শুনি, মহাদেবি,  
 কোনদ্বার আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে  
 বীরদর্পে ?” উত্তরিল মাধব-রমণী :—  
 “না জানি কে সাজে আজি । চল, লো মুরলে,  
 বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে ?”

এতক করিয়া রমা মুরলার সহ,  
 রণঃকুলবাল রূপে, বাহিরিলা দৌড়ে  
 ছুকুল-বসনা । কণ্ঠগু মধুবোলে  
 বাজিল কিকিনী, করে সুবর্ণ কঙ্কন,  
 নরনরঞ্জন কাঞ্চী কুহ কটিদেশে ।  
 দেউল দুয়ারে দৌহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,  
 কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,  
 সাগরতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে  
 ক্রতগামী । ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘুরয়ে  
 চক্রনেমি । দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে ।  
 অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে

দন্তী, আশ্বালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা  
কাল দণ্ড । বাজে বাদ্য গভীর নিক্ষেপে ।

উড়ে কেতু, রতনে স্ফুটিত, শত শত  
তেজস্কর । দুইপাশে, হৈম নিকেতন-

বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী

লঙ্কাদধু বরিষয়ে কুম্ভম আসার,

করিয়া মঙ্গলধ্বনি । কহিল। যুরলা,

ছাতি ইন্দিবর, ইন্দু বদনের গানে;—

“ ত্রিদিব বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে

ভাজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,

স্বরীশ্বর, সুরবলদল সঙ্গে করি,

প্রবেশিল লঙ্কাপুরে । কহ, রূপাময়ি,

রূপাকরি কহ শুনি, কোণ কোণ রথী

রণহেতু সাজে এবে মত্ত বীরগদে ? ”

কহিল। কমলা মতী কমলনয়না;—

হায়, মখি, বীরশূন্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী !

ইহাশীকলই প্রে আছিল বাহারা,

দেব দৈত্য নর ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়

রণে ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি !

ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণচূড়বধে,

শ্রীমূর্তি, বিভূপাক্ষ রক্ষঃদল পতি,

প্রক্বেডনধারী বীর, দুর্বার মনরে ।

গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমী, বলে

রিপুকুল কাল বলী, তিন্দিপালপুঙ্গবি !

অশ্বারোহী দেখ ওই তালব্রহ্মাকৃতি

তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা

মুর-অরি! রণমদে মত্ত, ওই দেখ  
 প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম  
 কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?  
 শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,  
 যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে  
 বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীকুব্জাহ  
 পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ।”

সুধিলা মুরলা দূতী; “কহ, দেবীশ্বরী,  
 কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী  
 ইন্দ্রজিত্—রক্ষঃকুল হর্ষাক্ষ বিগ্রহে?  
 হত কি নে বলী, সতি, এ কাল সমরে?”

উত্তর করিল। রমা সুচাক্ৰহামিনী;—  
 “প্রমোদ উদ্ভানে বুঝি ভ্রমিছে কুমার,  
 না জানি বাহুবলেঙ্গ বীরবাহু বলী  
 হত রণে। যাও তুমি বাকণীর পাশে,  
 দুগলে। কহিও তাঁরে এ বৃনকপুরী  
 ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে দ্বরা যাব আমি।  
 নিজদোবে মজে রাজা লঙ্কাজাধিপতি।  
 হায়, বরিষার কালে বিমল সলিল।  
 সরসী, সমল। যথা কর্দম উদ্ভামে,  
 পাপেপূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে  
 আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,  
 প্রবাল আগনে যথা বসেন বাকণী  
 মুক্তাময় নিকেতনে। এখাই আমি যথা  
 ইন্দ্রজিত্, আমি তাতে স্বর্ণলঙ্কা ধামে।  
 প্রাক্তনের ফল দ্বরা ফলিবে এ পুরে ।”

প্রণতিদেবীর পদে, বিদায় হইয়া,  
 উঠিল। গবন-পথে মুরলী রূপসী  
 দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনু-  
 বিবিধ-রতনকাস্তি-আভায় রঞ্জিয়া  
 নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে ।

উত্তরি জলধিকূলে, পশিলা সুন্দরী  
 নীল অম্বুরাশি । হেথা কেশব-বাসন।  
 পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুললক্ষ্মী, দূরে  
 যথায় বাসবতাম বসে বীরমণি  
 মেঘনাদ । শূন্যমার্গে চলিলা ইনিরা ।

কতক্ষণে উত্তরিলা ক্ষণীকেশপ্রিয়া,  
 মুকেশিনী, যথা বসে চিররণজয়ী  
 ইন্দ্রজিত । বৈজয়ন্তধাম সম পরী,—  
 অলিন্দে সুন্দর হৈমবর শুভ্রাবলী  
 হীরাচুড় ; চারিদিকে রমা বনরাজী  
 নন্দনকানন যথা । কুহরিছে ডালে  
 কোকিল ; ভ্রমরদল লম্বিছে গুঞ্জরি ;  
 বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;  
 বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝররে  
 নিঝর । প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,  
 শৈলী সুবর্ণদ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে  
 ভীমরূপী বামারুন্দ, শরাসন করে ।  
 ছলিছে নিষঙ্গ সঙ্কে বেণী পৃষ্ঠদেশে ।  
 বিজলীর ঝালা সম, বেণীর মাঝারে,  
 রত্নরাজী, তুণে শর মণিময় ফণী !  
 উচ্চুচুগোপরি সুবর্ণ কবচ,

মহানুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী  
 কিরীটী, বিরটিপুত্র সহ, উদ্ধারিতে  
 গোপন, সাজিল। শূর শমীরক্ষমূলে ।  
 মেঘবর্গরথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;  
 স্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে  
 আশুগতি । রথে চড়ে বীরচূড়ামণি  
 বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,  
 ধরি পতিকরযুগ ( হায়রে, গেমতি  
 হেমলতা ) আলিঙ্গয়ে তরুকুলেশ্বরে )  
 কহিল। কাঁদিয়া ধনী ; “কোথা, প্রাণসংগে,  
 রাখি এ দামীরে কহ, চলিল। আপনি?  
 কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে  
 এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,  
 নীল বাধিলে মাধে করিপদ, যদি  
 তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ  
 যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে  
 সূতনাথ ! তবে কেন তুমি, গুণনিধি,  
 ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ? ” হাসি উত্তরিল।  
 মেঘনাদ, “ ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, মতি,  
 বেঁধেছ যে দৃঢ়বাঁধে, কে পারে খুলিতে  
 সে বাঁধ ? স্বরায় আমি আসিব কিরিয়া,  
 কল্যাণি, সনরে নাশি তোমার কল্যাণে  
 রাখবে । বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি । ”

উঠিল পবনপথে, ঘোরতর রবে,  
 রথবর, টেহমপাথ। বিস্তারিয়া যেন  
 উড়িল। টেনাকর্শেল, উজ্জলি অধর ।

শিঞ্জিনি আকর্ষি রোষে, ট্কারিলা ধনু  
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে  
তৈরবঃ কাঁপিল লকা, কাঁপিল জলধি।

সাজিছে রাবণরাজা, বীরমদে মাতি;—  
বাজিছে রণবাজনা, গরজিছে গজ;  
হেষে অশ্ব; হুকারিছে পদাতিক, রথী;  
উড়িছে কৌশিকধ্বজ; উঠিছে আকাশে  
কাঞ্চন কঙ্কর বিভা। হেন কালে তথা  
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।

নাদিল কর্করুদল হেরি বীরবরে  
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,  
করনোড়ে কহিলা; “হে রক্ষঃকুলপতি,  
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ  
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি  
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল  
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে  
করি ভস্ম, বায়ুঅস্ত্রে উড়াইব তারে;  
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।”

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শির, মৃদুস্বরে  
উত্তর করিলা তবে নিকষানন্দন;—  
“রাক্ষসকুলশেখর তুমি, বৎস; তুমি  
রাক্ষসকুলভরমা! এ কাল সমরে,  
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা  
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রীতি!  
কে কবে শুনেছে, পুত্র, জলে শিলা ভাসে?  
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে?”



উত্তর করিলা তবে অমুরারি রিপু;—  
 “কিছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,  
 রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাম, যদি যাও রণে  
 তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘৃষিবে জগতে ।  
 হাসিবে মেঘবাহন ; কষিবেন দেব  
 অগ্নি । দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;  
 আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;  
 দেখিব এ বার বীর ঋচে কি ঐশ্বে ।”

কহিল রাক্ষসপতি ; “কন্তুকর্ণ বলী  
 ভাই মম—তায় আমি জাগানু অকালে  
 ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে  
 ভ্রমর কিম্বা, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথ ।  
 নজমাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে  
 ইহা হইবে, বৎস, আগে পূজ ইন্দ্ৰদেবে,—  
 নিকৃষ্টল যজ্ঞমাদ্ধ কর, বীরমণি !  
 সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমাতে ।  
 দেখ, অন্তাচলগামী দিননাথ এবে ;  
 প্রভাতে যুগিও, পুত্র, রাঘবের সাথে ।”

এতক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে  
 গজোদক, অস্ত্রধেক করিলা কুমারে ।  
 অমনি বন্দিল বন্দী করি বীণাধনি  
 আনন্দে ; “নয়নে তব, হে রাক্ষসপুত্র,  
 অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;  
 ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,  
 আর রাজআভরণ, হে রাজসুন্দরি,  
 তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি ।

রক্ষঃকুলরবি ওই উদয় অচলে ।  
 প্রভাত হইল তব দুঃখবিভাবরী !  
 উঠ, রাণি, দেখ, ওই ভীমবাককরে  
 কোদণ্ড, টংকাটকৈয়ার বৈজয়ন্ত ধামে  
 পাণ্ডুবর্ন আখণ্ডল... দেখ তুণ, মাহে  
 পশুপতিভাস অস্ত্র পাশুপত সম !  
 গুণীগণশোষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্রকেশরী,  
 কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাথে !  
 ধন্য রাণী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃপতি  
 নৈকবেয় ! ধন্য লক্ষা, বীরধাত্রী তুমি !  
 আকাশহুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি ;  
 কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, মাজে অরিন্দম  
 ইন্দ্রজিত্ । ভয়াকুল কাপুক শিবিরে  
 রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃকুল কালি,  
 দণ্ডকঅরণ্যচর ক্ষুদ্রপ্রাণী যত ।”

বাজিল রাক্ষসবাদা, নাদিল রাক্ষস ;—  
 পূরিল কনকলক্ষা জয় জয় রবে ।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধেকাব্যে অভিষেকোন্মাদ  
 প্রথমঃ সর্গঃ ।

## দ্বিতীয় সর্গ ।

অস্তে গেলা দিগমণি; আইলা গোখুলি,—  
 ললাটে তারারতন। ফুটিল কুহুদ;  
 মুদিল। সরসে অঁখি বিরসবদন।  
 নলিনী; কৃজনি প'খী পখিল কুলায়ে;  
 গোষ্ঠগৃহে গাভীহনা ধায় হৃদ্য রবে ।  
 আইলা তারাকুসুমা, শশীমহ হাসি,  
 শর্করী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,  
 সুসনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,  
 কোন কোন ফুল চুঘি কি ধন পাইলা ।  
 আইলেন নিসাদেবী; ক্লান্ত শিশুকুল  
 জঁজুরী ত্রোড়নীড়ে লতয়ে যেমতি  
 বিরাম জলজল, খেচর, ভুচর,  
 দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম সতিলা ।  
 উতরিল। শশীপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে ।  
 বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,  
 হৈমমগ্নে; বামে দেবী পুলোমনন্দিনী  
 চাকনেত্রা । রাজছত্র, মণিময় আভা,  
 শোভিল দেবেশ্রশিরে । রতনে খচিত  
 চাগর, যতনে ধরি, তুলায় কিস্করী ।  
 আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন  
 গন্ধমধু বহি রঞ্জে । বাজিল চৌদিকে  
 ত্রিদিব বাদিএ । ছয়রাগ, নৃত্তিমতী  
 ছত্রিশরাগিনী সহ, আসি আরম্ভিলা

সঙ্গীত। উর্বশী, রত্না, সুচাঁকহাসিনী  
 চিত্রলেখা, সুকেশিনী, মিশ্রকেশী, আসি  
 নাচিলা, শিঞ্জিতে রাজি দেবকুল মনঃ!  
 যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণপাত্রে সুধারস।  
 কেহ বা দেব ওদন; কুরুগ, কন্তুরী,  
 কেশর বহিছে কেহ; চন্দ্র কেহ বা;  
 সুগন্ধ মন্দারদান গাঁথি আনে কেহ।  
 বৈজয়ন্তধামে সুখে ভাসেন বাসব  
 ত্রিদিবনিবাসী সহ; হেনকালে তথা,  
 রূপের আভায় আলো করি সুরপুর,  
 রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী আসি উতরিল।

সমস্ত মে প্রণমিলা রমার চরণে  
 শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,  
 পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী  
 কহিলা; “হে সুরপতি, কেন যে আইনু  
 তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।”

উত্তরিল বাসব; “হে বারীজ্ঞানন্দিনি,  
 বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পদযুগ  
 সকলেরি বাঞ্ছা, মাতঃ! যার প্রতি তুমি,  
 রূপাকরি, রূপাদৃষ্টি কর, রূপাময়ি,  
 মফল জনম তার! কোন পূণাকালে,  
 লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?”

কহিলেন পুনঃ রমা; “বহুকালাবধি  
 আছি আমি. সুরনিধি, স্বর্ণলক্ষাপুরে।  
 বহুবিধ রত্নদানে, বহুযত্ন করি,  
 পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে

বাম তার প্রতি বিধি ! নিজ কর্মদোষে,  
 মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে  
 না পারি ছাড়িতে, দেব । বন্দী যে, দেবেশ্ব,  
 কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু  
 পারে সে বাহির হতে ? যত দিন ঝাচে  
 রাবণ, থাকিব আমি ঝাড়া তারু ঘরে ।  
 মেঘনাদ নামে পুত্র, হে রত্নবিজয়ি,  
 রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে ।  
 একমাত্র বীর সেই আছে লগ্নাধামে  
 এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে ।  
 বিক্রমকেশরীশূর আত্মমিবে কালি  
 রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতিপদে  
 বরিয়াছে দশানন । দেবকুলপ্রিয়  
 রাবণ ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ ।  
 নিকুস্তিলা সজ্জ সাজ করি, আরস্তিলে  
 যুদ্ধ দস্তী মেঘনাদ, বিষমগুরুটে  
 ঠেকিবে ঐবদেহীনাথ, কহিহু তোমারে ।  
 অজেয় জগতে মান্দাদরীর নন্দন,  
 দেবেশ্ব ! বিহঙ্গকূলে ঐদেবতায় যথা  
 বলজ্যোষ্ঠ, রক্ষঃকুলশ্রেষ্ঠ গুরমণি ! ”

এতক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা  
 নীরবিল ; আহা মরি, নীরবে যেমতি  
 বীণা, চিত্ত বিনোদিতা স্নমধুর নাদে !  
 ছয়রাগ, ছত্রিশ রাগিনী জাদি যত,  
 শুনি কমলার বাণী, ভুলিল। সকলে  
 স্বকর্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,

মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি শিকবর ধনি !

কহিলেন স্বরীশ্বর ; “এ পোর বিপদে,  
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাগিবে  
রাঘবে? ছুৰ্কার রণে রাবণ-নন্দন।  
পন্নগঅশনে নাগ নাহি ডরে ষত,  
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দণ্ডোলি,  
রত্নাসুব শিরচূর্ণ ঘাহে, বিমুখয়ে  
অস্ত্রবলে নহাবলী; তেঁই এ ভগতে  
ইন্দ্রাজিত নাম তার। সর্ষশুচীবরে,  
সর্ষজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা শাসে,  
দাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-মদনে।”

কহিল। উপেন্দ্রপ্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী ;—  
“যাও তবে, স্বরনাথ, যাও দ্বরা করি;  
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাসশিখরে,  
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।  
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা মতী,  
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত  
ক্লান্ত এবে। সমূলে নির্মূল না হইলে  
রক্ষঃপতি, রসাতলে যায় ভব তল!  
বড় ভাল বিকপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।  
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি  
আছয়ে সে লক্ষাপুরে! কত যে বিরলে  
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার ভিন  
কি দোষ দেখিয়া তার, না ভাবেন মনে?  
কোন পিতা ছুহিতারে পতিগৃহ হতে  
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, অদিতিনন্দন!

ত্রাঙ্ককে না পাও যদি অধিকার পদে  
কহিও এ সব কথা । ”—এতেকু কহিয়া,  
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশীমুখী  
হরিপ্রিয়া । অনন্তরপথে স্নকেশিনী,  
কেশববাসনা দেবী, গেলা নীচগামী,  
সোনার প্রতিমা, মরি ! পড়িলে বিমল  
মলিনে, উজলি জল, ভুবে যথা তলে !

আনিলা গাতলি রথ ; চাহি শচীপানে  
কহিলেন শচীকান্ত নিতান্ত মধুর  
বচনে ; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি ।  
পরিমলসুখ সহ বহিলে পবন,  
দ্বিগুণ আদর তার ! মৃণালের কচি  
বিকচ কমলগুণ, শুন লো ললনে । ”  
শুনিয়া পতির বাণী, হাসি নিতম্বিনী,  
ধরিয় পতির কর, আরোহিল রথে ।

স্বর্গ ঠৈমদ্বারে রথ উত্তরিল ত্বর ।  
আপনি খুলিল দ্বার মধুরনিদানে  
অমনি ! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে  
দেবযান ; চমকিয়া জাগিল জগত,  
তাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে  
উদিল ! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত  
কুজনে ; ফুটিল পদ্ম ; মুদিল কুমুদ ।  
বাসরে কুমেশ্য তাজি কুলবধু,  
লজ্জাশীলা, আবরিলা কমলবদন !

মানসসকাশে শোভে কৈলাসশিখর  
আভাসয় ; তার শিরে ভবের ভবন,

শিখিপূজ্জ চূড়া যেন মাধবের শিরে !  
 সুশ্যামানন্দ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণফুলশ্রেণী  
 শোভে তাহে, আহা মরি, পীতধড়া যথা !  
 নির্ঝর ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে—  
 বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ !

তাজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,  
 প্রবেশিল। স্বরীশ্বর আনন্দভবনে ।  
 রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরী  
 ললাটমণ্ডলে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;  
 ধরে রাজছত্র জয়া । হায় রে, কেমনে,  
 তবতবনের কঙ্করী গর্জে বিজয়া—  
 দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে !

পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে  
 মহেন্দ্র ইন্দ্রাণীসহ । আশীষি অস্থির  
 জিজ্ঞাসিলা ;—“কহ, দেব, কুশল বারতা ;—  
 কি কারণে হেথা আজি তোমা ছুই জন ?”

করযোড়ে আরঙিল। দস্তোলি-নিষ্কপী ;—  
 “কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?  
 দেবদ্রোহী লক্ষাপতি, আকুল বিগ্রহে,  
 বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি  
 সেনাপতিপদে ; কালি প্রভাতে কুমার  
 পরম্পর প্রবেশিবে রণে, ইচ্ছদেবে  
 পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে ।  
 অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম ।  
 রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্তধামে,  
 আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা ভগবতী ।



কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,  
এ অসহ তার মতী না পারি সহিতে;  
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি  
চঞ্চলা মতত এবে ছাড়িতে কনক  
লক্ষাপুরী। তবপদে এ সংবাদ দেবী  
আদেশিল নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!  
দেবকুলপ্রিয় বীর রঘুকুলমণি।

কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন রথী  
যুঝিবে যে রণভূমে মেঘনাদ মাথে?  
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমবে  
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে!  
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,  
দেখ ভাবি। তুমি রূপা ন করিলে, কালি  
অরাম করিবে ভব ছরস্তু রাবণি!”

উত্তরিল কাত্যায়নী;—“শৈবকুলোত্তম  
নৈকষেয়; মহান্নেহ করেন জিশূলী  
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কত  
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে  
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লক্ষার এ গতি।”

রূতাঞ্জলি পুটে পুনঃ কহিল। বাসব;—  
“পরম অধর্ম্যচারী নিশাচরপতি—  
দেবদ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি,  
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন  
হরে যে দুর্মতি, তব রূপা তার প্রতি  
কতু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,  
পিতৃসত্য রক্ষাহেতু, সুখভোগ ত্যজি

পশিল ভিখারীবেশে নিবীড় কাননে।  
 একটি রতনমাত্র আছিল তাহার  
 অমূল্য; যতন কত করিত সে ডারে,  
 কি আর কহিবে দাস? সে রতন, গাতি  
 মারাজাল, হরে ছুট: হায়, মা, অরিলে  
 কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে  
 বলী রক্ষঃ, ভৃগুজ্ঞান করে দেবগণে:  
 পরধন, পরদার লোভে সদা লোভী  
 পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)  
 হেন মূঢ়ে দয়' তুমি কর' দয়' ময়ি?"  
 নীরবিল। "স্বপ্ন; কাহিতে লাগিল।  
 বাণীবানী অরীক্ষরী মধুর সুস্বরে;—  
 "ঐবেদেহীর ছুঃখে, দেবি, কার না বিদরে  
 হৃদয়? অশোক বনে বসি দিবানিশি,  
 (কুঞ্জবনসখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)  
 কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা  
 মাহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,  
 ও রাঙাচরণে, মাতঃ অবিদিত নহে।  
 আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,  
 এ পাবণ রক্ষণনাথ? নাশি মেঘনাদে,  
 দেহ ঐবেদেহীরে পুনঃ ঐবেদেহীরঞ্জে;  
 দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জন, শশাঙ্কধারিণি!  
 মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,  
 ত্রিদিবর্দশরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"

হাসিয়া কহিল উমা; "স্বপ্নের প্রতি  
 ঘেব তব, জিহ্ব! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী

শচি, তুমি ব্যাঘ্র ইন্দ্ৰাজিতের নিধনে ।  
 দুইজন অনুরোধ করিছ আমারে  
 নাশিতে কনকলঙ্কা । মোর সাধ্য নহে  
 সাধিতে এ কার্য্য । বিরূপাক্ষের রক্ষিত  
 রক্ষকুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,  
 বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?  
 যোগে মগ্ন, দেবরাজ, হৃষীকেশ আজি ।  
 যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাত্মকর,  
 ঘন ঘনরিত, তথা বসেন বিরলে  
 যোগীন্দ্র । কহিলেন যাবে তাঁহার সখীরা?  
 পক্ষীন্দ্র গকড় সেথা ডিড়িতে অক্ষম ! ”

কহিল। বিনত তাবে আদিত্যনন্দন ;—  
 “ তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তিদায়িনি  
 জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি  
 তৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষকুল, রাখ  
 ত্রিভুবন ; হৃদি কর ধর্ম্মের মহিমা ;  
 হাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর  
 বাসকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে । ”

এইরূপে দৈত্যরিপু স্ততীলা সতীরে ।  
 হেনকালে সহসা পুরিল গন্ধানোদে  
 পুরী ; শংখ ঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে  
 নজল নিকণ সহ, মৃদু যথা যবে  
 দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি !  
 টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে  
 সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশভাবিনী  
 স্মধিলা ; “ লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,

কে কোথা, কি হেতু ঘোরে পুজিছে অকালে?”

মস্ত্রপড়ি, খড়ি পাতি, করিয়া গণনা,

হাসিয়া বিজয়া কহে; “হে নগনন্দিনি,

দাশরথি বখী তোমা পূজে লক্ষ্যপুরে।

বারি সংঘটিতঘটে, সিন্দুরে অঁকিয়া

—ও সুন্দর পদীযুগ, পূজে রথুপতি

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দখিল গণনে।

অভয় প্রদান তারে করগো, অভয়ে!;

পরম ভকত তব কৌশলানন্দন

রথুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিনি!”

~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~ ~~কথন হইল যে~~

উদ্ভিন্ন পুনঃ বিজয়ারে মতী :—

“দেবদম্পতীরে তুমি দেব বখাবিদি,

বিজয়ে! চাইব আমি যথা যোগ্যগনে

(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জটি।”

এতেক কহিয়া, দুর্গা দ্বিরদগামিনী

প্রবেশিল চৈত্রগেহে। দেবেজ্ঞ বাসবে,

ত্রিদিবমস্ত্রযীসহ, সস্ত্রাঘি আদরে,

অর্ণামনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।

পাইলা প্রসাদ দৌহে পরম আত্মদে।

শচীর গলায় জয়া হামি দোলাইলা

তারাকারা ফুলমালা, কবরী বন্ধনে

বসাইলা চিরকুচি, চিরবিকচিত

কুমুমরতনরাজী। বাজিল চৌদিকে

যন্ত্রদল, বামাদল গাইলা নাচিয়া।

মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল।

স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুরধনি,  
 হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন !  
 নিজা হীন বিরহিণী চমকি উঠিলো,  
 ভাবি প্রিয়পদশব্দ শুনিলা ললনা  
 ছুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।  
 উঠিলেন সোণারূজ, ভাবি ইচ্ছা দেব,  
 বর মাগ বলি, আসি, দরশন দিলা !

প্রবেশি সুবর্ণগোহে, তবেশ-ভাবিনী  
 ভাবিলো, “কি রূপে আজি ভেটিব মহেশে ?”

~~চিন্তি মতী স্মরিলো রতিরে ।~~

যথায় মম্বথ মাথে, ~~কামবধু~~  
 বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেন সুখে,  
 তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-  
 বায়ুতরঙ্গিণী রূপে, বহিল নিমিষে ।  
 নাছিল রতির হিয়া বীণা তার যথা  
 অঙ্গুলিপরশে : চলি গেলা কামবধু  
 দ্রুতগতি মধুনতী, টেকলাস শিখরে ।  
 হায়রে, নিশান্তে যথা ফুটি, মরোজিনী  
 নমে দ্বিবাম্পাতি দূতী উমার চরণে,  
 নমিল, মদনপ্রিয়া হরপ্রিয়া পদে !  
 আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অস্থির ;—  
 “সোণাসনে তপে ময় যোগীন্দ্র ; কেননে,  
 কোন রঙ্গে ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,  
 কহ মোরে, বিধুযুথি ?” উত্তরিল। নমি  
 স্নুকেশিনী ;— “ধর, দেবি, মোহিনীমূরতি ।  
 দেহ আজ্ঞা, মাজাই ও বরবধুঃ, আনি

না না আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী  
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি  
মধুকালে বনস্থলী কুমুমকুন্তলা!”

এতেক কহিয়া রতি, সুষামিত তেলে  
শিখি খুল, বিনা নলা মনোহর বেণী।

যোগাইল। আনি ধনী বিবিধভূষণ,  
হীরা, মণি, মুকুতা ঋচিত; আনি দিলা

চন্দন, কেশর সহ কুকুম, কস্তুরী;

কৌষেয় বসন, রত্নমল্লিত আভা।

লাকারমে নিখুঁত আঁকিলা হরাম

শশীমুখী। ভুবনমোহিনী মৃতি ধরি,

সুজিলা নগেন্দ্রবালা, রযাণে মার্জিত

হেমকান্তিসম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।

হেরিল। দর্পণে দেবী ও চন্দ্র আনন;

প্রকুল নমিনী যথ। বিমলমলিলে

নিজ বিকচিতকচি। হাসিয়া কহিলা,

চাহি অরহর প্রিয়া অরপ্রিয়া পানে,—

“ডাক তব প্রাণনাথে।” অমনি ডাকিলা

( পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে! )

মদনে মদনবাণী। আইলা ধাইয়া

ফুলধনু, আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,

অদেশ সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া উল্লাসে!

কহিলা শৈলেশমুতা; “চল মোর মাথে,

হে মম্মথ, যাব আমি যথা শোগীপতি

যোগে মম্ম এবে দেব; চল ত্বরাকরি।

অভয়ার পদতলে মায়া নন্দন,

মদন আনন্দময়, উত্তরিল। ভয়ে;—

“হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দামেরে?

স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!

মৃত দক্ষদোষে হবে দেহ ছাড়ি, সতি,

হিমাত্মির গৃহে জন্ম গৃহিণী আপনি,

তোমার বিরহশোকে তাজি বিশ্বভার

বিশ্বনাথ, আরক্তিল। ধ্যান; দেবপতি

ইন্দ্র আদেশিল। দামে সে ধ্যান ভাঙিতে।

কুলধনে গেলু, মা, যথা মম বামদেব

তপে; ধরি কুলধনঃ, হ'নি কুলধনঃ

কুলধর। যথা মিহু মম, আক্রমে

গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জনে,

আসিল। দামেরে আমি রোমে বিভাবন

বাগ মার, ভবেশ্বর। ভবেশ্বর ভানে।

হায়, মা, কত সে জাল। মহিনু, কেমনে

নিবেদি ও রাঙা পায়? হাহা'কার হবে,

জানু বামদে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;

কেহ না আইল; ভয় হইলু মমেরে।—

ভয়ে ভয়েদাম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—

ক্ষম দানে, ক্ষেমধরি! এ মম মিনতি”।

আশ্বাসি মদনে, আমি কহিল। শঙ্করী;—

“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,

অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!

বে অগ্নি কুলধনে তোমা পাইয়া স্বতেজে

জ্বলাইল, পূজা তব করিলে সে আজি,

ঐষধের গুণ ধরি, জীবননাশক

বিস বখা ঝাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে।”

প্রণমিয়া কাম তবে টিমার চরণে,  
কহিলা; “অভয় দান কর যারে তুমি,  
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?  
কিঙ্ক নিবেদন করি ও কমলপদে,—  
কেমনে নন্দির হতে, নাগেন্দ্রনন্দিনি,  
বাহির হইবা, কহ, এ মোহিনী বেশে?  
মুহূর্ত্তে ম ভিবে, মাতা, জগত, হেরিয়া  
ও নপমাধুরী, সত্য কহিছু তোমারে।  
দ্বিতে বিপরীত, দেবি, সম্বন্ধে ঘটিবে।  
দ্রব্যস্বর বন্দ যবে মথিয়া সিদ্ধুরে,  
লভিলা অমৃত, তুচ্ছ দিতিশূন্য যত  
বিবাদিল দেব সহ সুধামগ্ন হেতু।  
মোহিনী মুরতি ধরি আইল কেশব।  
ছদ্মবেশী স্বয়ীকেশে হেরি নিভুবন,  
কামাগুল, চাহিরা রহিল তাঁর পানে।  
অধরামৃতআশে ভুলিলা অমৃত  
দেবদৈত্য : নাগদল নমুশিরঃ লাজে,  
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর অংগনি  
আচল হইলা হেরি উচ্চ কুচযুগ।  
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আগে মুখে।  
মলয়া অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি  
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-  
কান্তি কত মনোহর।” অমনি অম্বিকা,  
স্বর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সজ্জিয়া,  
মায়ায়ী, আবরিলা চাক অবয়ব।



হায়রে, নলিনী যেন দিব। অবসানে  
 ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নিশিখা,  
 ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !  
 কিম্বা সুধাধন মেন, চক্রপ্রসরণে,  
 বেড়িলেন দেব শত্রু স্রব্যাঃ শুভ্রশূলে !

হিরদরদ নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া  
 বাহিরিল সুহাগিনী, মেঘারত। যেন  
 উষা ! মাথে মনমথ, হাতে ফুলধনু,  
 পৃষ্ঠে তণু। খরতর ফুলশরে ভরা।—  
 কন্টকময় মণালে ফুটিল নলিনী !

ঠেকলামশিখরীশিরে ভীষণ শিখর  
 ভৃগুমান্, যোগামন নামেতে বিখ্যাত  
 ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবনমোহিনী  
 উত্তরিল। গজগতি । অমনি চৌদিকে  
 গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ঠেতরগ নিনাদী  
 জলদল নীরবিলা, জলকান্ত মথ।  
 শান্ত শান্তিসমাগমে : পালাইল দূরে  
 মেঘদল। তমঃ যথা উমার হসনে !  
 দেখিল। সম্মুখে দেবী কপর্দী তপস্বী,  
 বিভূতি ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,  
 নিমগ্ন তপঃসাগরে, বাহুজ্ঞান হত ।  
 কহিল। মদনে হাসি সূচাক্ষুণ্ডাগিনী ;—  
 “ কি কাজ বিলম্বে আর, হে শব্দর-অরি ?  
 হান তব ফুলশর ! ” দেবীর আদেশে,  
 ইষ্টপাতি নীনদ্ধজ, শিঞ্জিনিটংকারি,  
 সম্মোহন শরে শূর বিধিলা উন্মেষে !

সিহরিলা শূলপাণি ! লড়িল মস্তকে  
 জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে  
 ঘোব মড় মড় রণে লড়ে চুকুপানে !  
 অদীব হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে  
 চিত্রভানু, ধকধক উদ্ভল জ্বলনে !  
 ভয়াকুল বনধনু পশিলা অমনি  
 ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশরে গেমতি  
 কেশরীকিশোর ব্রাসে কেশরিণীকোলে,  
 গভীর নিঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,  
 বিজলী বালমে অঁখি কালানল তেজে !  
 উদ্গীর্ণ নয়ন এবে উঠিল ধূর্জটি ।  
 মায়াঘনজাবরণ ত্যজিল গিরিজা ।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে  
 পশুপতি ; “ কেন হেথা একাকিনী দেখি,  
 এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেশজনি ?  
 কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?  
 কোথায় বিজয়া, জয়া ? হাসি উত্তরিল  
 সুচাকহাসিনী উমা ; “ এ দাসীরে তুলি,  
 হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে ;  
 তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন আশে  
 পা ছুখানি । যে রমণী পতিপরায়ণা,  
 সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে ?  
 একাকী প্রত্যাষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী  
 যথা প্রাণকান্ত তার ! ” আদরে দ্ধশান,  
 দ্বিত হাঙ্গিয়া দেব, অজিন আসনে  
 বসাইলা দ্ধশানীরে । অমনি চৌদিকে

প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ লোভে  
 মাতি গিলীমুখরন্দ আইল ধাইয়া ;  
 বহিল মলয়বায়ু ; গাইল কোকিল ;  
 নিশার শিশিরে ধৌত কুমুম আসার  
 আচ্ছাদিল শঙ্কবরে ! উমার উরমে  
 ( কি আগ্র আছেরে বাসা মাজে মনসিজে  
 ইহা হতে ? ) কুমুমেশু, বসি কুতূহলে,  
 হানিলা, কুমুমধনু টংকারি, কুমুম-  
 শরজাল, — প্রেমমোদে মাতিলা ত্রিশূলী !  
 লজ্জাবোধে রাহু আসি আসিল চাঁদেরে,  
 হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু !

মোহন হরতি ধরি, মোহি মোহিনীয়ে  
 কহিলা হাসিয়া দেব, “ জানি আমি, দেবি,  
 তোমার মনের কথা, — বাসব কি হেতু  
 শচীসহ আসিয়াছে টেকলাস মদনে,  
 কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?  
 পরম ভকত নম নিকষানন্দন :

কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে ছুটিমতি ।  
 বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,  
 মহেশ্বর ! হায়, দেবি, দেব কি মানব,  
 করিহেন সাধ্য রোধে প্রাণ জনের গতি ?  
 পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে ।  
 সম্বরে যাইতে তারে আদেশো, মহেশি,  
 মায়াদেবী নিকেতনে । মায়ার প্রসাদে,  
 বধিবে লক্ষ্মণশূর মেঘনাদ শূরে । ”

চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে

বিহঙ্গমরাজ যথা, মুহূৰ্ম্মুহুঃ চাহি  
 মে স্বৰ্ণমদন পানে ! যন রাশি রাশি,  
 স্বৰ্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি যন,  
 বরসি প্রসূনাগার—কুমুদ, কমল,  
 মালতী, মেঁউতী, জাতি, পারিজাত আদি  
 মনসমীরণ প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে  
 দেবদেব মহাদেবে সহ মহাদেবী ।

দ্বিরদরদনির্মিত হৈমময়দ্বারে  
 দাঁড়াইয়া বিধুমুখী মদনমোহিনী,  
 অশ্রুদয় আঁখি, আহা ! পতির বিহনে !  
 হেনকালে মধুসখা উত্তরিল তথা ।  
 অমনি পমারি বাহু, উল্লাসে মন্থ  
 আলিঙ্গন পাশে বাধি, তুলিল ললমে  
 প্রেমালোপে । শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা  
 শিশিরনীরের বিন্দু শতদল দলে,  
 উদয় অচলে ভান্ দিলে দরশন !  
 পাই প্রাণমনে ধনী মুখে মুখ দিয়া,  
 ( সরস বসন্তকালে গারীশক যথা )  
 কহিলেন প্রিয়দা ; “বাচালে দাগীরে  
 আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন !  
 কত যুে ভাবিতেছিহু, কহিব কাহারে ?  
 বামদেব নামে, নাথ, মদ্য কাপি আমি,  
 স্মরি পূৰ্ব্ব কথা যত ! হুরন্ত হিংসক  
 শূলপাণি ! ঘেরোনা গো আর তাঁর কাছে,  
 মোর কিরে প্রাণেশ্বর ! ” হাসিয়া, হাসিয়া  
 উত্তরিল পঞ্চশর ; “ছায়ার আশ্রমে,

কে কবে ডাক্তরকরে ডরায়, সুন্দরি !

চল এবে যাই যথা দেবকুলপতি । ”

সুবর্ণআসনে যথা বসেন বাসব,  
উতরি মম্বথ তথা, নিবেদিল। নমি  
বার্তা । আরোহিয়া রথে দেবরথীবর  
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়া'র সদনে ।  
অগ্নিময় তেজ বাজী ধাইল অম্বরে,  
অকম্পাশিরচামর ; গম্ভীর নিষোনে  
ঘোষিল রথের চাক্র, চূর্ণি মেঘদলে ।

কতক্ষণে সহশ্রাংগ উতরিল। বলী  
যথা বিরাজেন মায়া । ত্যজি রথবর,  
সুরকুলরথীবর পশ্চিমা দেউলে ।  
কত যে দেখিলে দেব কে পারে বর্ণিতে ?  
মৌরথরতরকরজাল সঙ্কলিত

আভাময় আসনে বসেন কুহকিনী  
শঙ্কীশ্বরী । করযোড়ে প্রণমি বাসব  
কহিলা ;—“ আশীষ দানে, বিশ্ববিমোহিনি ! ”

আশীষি স্তম্বিল। দেবী ;—“ কহ, কি কারণে,  
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-মন্দন ? ”

উত্তরিল। দেবপতি ;—“ মহেশ আদেশে,  
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে ।  
কহ দাসে কি কৌশলে নৌমিত্রি জিনিবে  
দশানন পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে  
( কহিলেন বিকপাক্ষ ) ঘোরতর রণে  
নাশিবে লক্ষ্মণশূর মেঘনাদ শূরে । ”

ক্ষণকাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;—

“তুরন্ত তারকাসুর, সুরকুলপতি,  
 কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি  
 সমরে; কৃত্তিকাকুলবল্লভ সেনানী,  
 পার্শ্বতীর গর্ভে জন্ম লাভিল। তৎকালে ।  
 বধিতে দানবরাজে মাজাইল। বীরে  
 আপনি রথভঞ্জন, স্বজি কদ্রতেজে  
 অস্ত্র । ওই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত  
 সুবর্ণে; ওই যে আমি, নিবাসে উহাতে  
 আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনামীর,  
 ভয়ঙ্কর তৃণীর, অক্ষর, পূর্ণশরে,  
 বিধাকর ফণীপূর্ণ নাগালোক যথা !  
 ওই দেখ ধনু, দেব !” কহিল। হাসিয়া,  
 হেরি সে ধনুর কান্তি, শাচীকান্ত বলী,  
 “কিছর ইহার কাছে দামের এ ধনু  
 রত্নময় ! দিবাকর পরিধি মেমতি,  
 জলিছে ফলকবর—ধাঁধিয়া নয়ন !  
 অগ্নিশিখা সম আমি মহাতেজস্কর !  
 হেন তৃণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?”  
 “শুন দেব,” ( কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী )  
 “ওই সব অস্ত্রবলে নাশিল। তারকে  
 যজ্ঞনন । ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,  
 মেঘনাদমৃত্যু, সত্য কহিছু তোমায়ে ।  
 কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,  
 দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে  
 রাবণিরে ।” এরো তুমি অস্ত্র রামানুজে,  
 আপনি যাইব আমি কালি লক্ষ্মণুরে,

রুক্মিণ লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস সংগ্রামে ।

যাও চলি সুরদেশে, সুরদলনিধি ।

ফুলকুলসখী উষা যখন খুলিবে

পূর্বাশার টেঁহমদার পদ্রকর দিয়া

কালি, তব চিরত্ৰাস বীরেন্দ্র বেশরী

ইন্দ্রাজিত ত্ৰাসহীন করিবে তোমারে—

লক্ষ্য পঙ্কজরবি যাবে অন্তাচলে ! ”

মহানন্দে দেবইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,

অতুলয়ে গেলাচলি ত্রিদশ-আলয়ে ।

বসি দেব সভাতলে কনকআসনে

বাসব, কহিল। শূর চিত্ররথ শূরে;—

“যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,

অর্ঘলক্ষ্যধামে তুমি । সৌমিত্রি কেশরী

মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে

মেঘনাদে । কেমনে তা দিবেন কহিয়া

মহাদেবী মায়ী তারে । কহিও রাখবে,

হে গন্ধর্বকুলপতি, ত্রিদিবনিবাসী

গন্ধলআকাশী তার; পার্বতী আপনি

হরপ্রিয়া, সুপ্রসন্ন তারপ্রতি আজি ।

অভয় প্রদান তারে করিও, স্মৃতি !

মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে

রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে

বৈদেহীমনোরঞ্জন রঘুকুলমণি ।

মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি

যাও চলি । পাছে তোমা হেরি লক্ষ্যপূরে,

বাধায় বিবাহ রক্ষ; মেঘদলে আমি

আদেশিব আবরিতে গগন ; ডাকিয়া  
 প্রভঞ্নে, আজ্ঞা দিব ক্ষণ ছাড়ি দিতে  
 বায়ুকুল ; বাহিরিয়া নাচিবে তপলা ;  
 দন্তোলি গম্ভীর নাদে জগৎ পূরিব । ”

প্রণমি দেবেস্পদে, যতনে লইয়া  
 অস্ত্র, চলি গেল মর্ত্যে চিত্ররথ রথী ।

তবে দেবকুলনাথ ডাকি প্রভঞ্নে  
 কহিল, “ ওলয় ঝড় উঠাও সম্বরে  
 লক্ষ্যপূরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি  
 কারাবদ্ধ বায়ুদল ; লহ মেঘদলে ;  
 দ্বন্দ্ব ক্ষণকাল বৈরী তব মিত্রমনে  
 নির্ঘোষে ! ” উল্লাসে দেব চলিল অগনি,  
 তিমির গহ্বরে যথা কদ্ধ বায়ু যত  
 ভীমাক্রুতি । কতদূরে শুনিলা পবন  
 ঘোর কোলাহল ; গিরি ( দেখিল ) লড়িছে  
 অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন  
 রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে ।  
 শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে ।  
 হুহুকারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে  
 যথা অমুরাশি, যবে তাণ্ডে তাচম্বিতে  
 জাঙাল ! কঁপিল মহী ; গর্জিল জলধি !  
 তুঙ্গশৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ নিকর  
 কল্লোলিল, বায়ুমুখে রণরঙ্গে মাতি !  
 শাইল চৌদিকে মস্ত্রে ভীমূত ; হামিল  
 ক্ষণপ্রভা ; কড়কড়ে নাদিল দন্তোলি ।  
 পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে ।



ছাইল লঙ্কার মেঘ, পাবক উগরি  
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি  
মড় মড়ে ; মহাবড় বহিল আকাশে ;  
বর্ষিল আসার যেন স্রষ্টি ডুবাইতে  
প্রলয়ে । রুষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে ।

পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে সাহার ঘরে ।  
যথাঃ শিবির ঘানো বিরাজেন বলী  
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিল। রথী  
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,  
রাজআভরণ দেহে : শোভে কাটদেশে  
সারসন, রাশিচক্র সম তেজোরশি,  
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !  
কেমনে বর্ণিবে কণি দেবভূষণ, ধনু,  
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর কিরীটের আভা  
স্বর্ণময়ী ? ঠৈববিভা ধাঁধিল নয়ন,  
স্বর্ণীয়সৌরভে দেশ পুরিল সহসা ।

সমস্ত্রমে প্রণমিয়' দেবদূত পদে  
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা ! “ হে ত্রিদিববাণি,  
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোনদেশে সাজে  
এহেন মহিমা, রূপে ?——কেন হেথা ত্যজি,  
নন্দনকানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?  
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?  
তবে যদি রূপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,  
পাশা, অর্ঘ্য লয়ে বসে। এই কুশাসনে ।  
ভিখারী রাঘব, হায় ! ” আশীষিয়া রথী  
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সূস্বরে ;—

“চিত্ররথ নামঃ মম, শুন দাশরথি ;  
 চির অনুচর আমি সেবি অহরহঃ  
 দেবেজ্ঞে ; গন্ধর্বকুল আমার অধীনে ।  
 আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে ।  
 তোমার মঙ্গলাকাজ্জী দেবকুল সহ  
 দেবেশ । এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমনি,  
 দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজ্ঞে  
 দেবরাজ । আবির্তাবি মায়া মহাদেবী  
 প্রভাতে, দিবেন কহি কি কোশলে কালি  
 নাশিবেন লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে ।  
 দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমনি ।  
 সুপ্রসন্ন তব প্রীতি আপনি অভয় !”

কহিল রঘুনন্দন ; “আনন্দ সাগরে  
 তাসিনু, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !  
 অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব  
 কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।”

হাসিয়া কহিল দূত ; “শুন, রঘুমনি,  
 দেবপ্রীতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন,  
 ইন্দ্ৰিয়দমন, সন্ন্যপথে সদাগতি ;  
 নিতা সত্যদেবীসেবা । চন্দন, কুমুম,  
 নৈবেদ্য, কৌমিক বস্ত্র আদি বলি যত,  
 অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি  
 অসৎ ! এ মার কথা কহিনু তোমারে !”

প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী  
 চিত্ররথ, দেবরথে, গেল দেবপুরে ।  
 খামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিল জলধি ;

হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারানলসহ,  
 হাসিল কনকলক্ষা । তরল সলিলে  
 পশি, কোমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ  
 রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কোতুকে ।  
 আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্রে, শিবা  
 শবহারী ; পালে পালে গুণিনী, শকুনি;  
 পিশাচ । রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ  
 ভীম প্রহরণ ধারী—মত্ত বীরমদে ।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধকাব্যে অন্ত্রলাভো নাম  
 দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।



## তৃতীয় সর্গ ।

প্রমোদউদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী  
 প্রগীলা, পতি বিরহে কাতরা যুবতী ।  
 অক্লান্তাঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে  
 কভু, বৃজকুঞ্জবনে, হায়রে, সেমনি  
 বৃজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে  
 পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী ।  
 কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ  
 বিরহিণী, শূন্যনীড়ে কপোতী যেমুতি  
 বিবশা ! কভু বা উঠি উরুগহ্বরে,  
 একদৃষ্টে চাহে বামা দূর লক্ষ্যপানে,  
 অঙ্গিরল চক্ষুজল পুঁছিয়। অঁচলে !—  
 নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দির  
 গীতধ্বনি । চারিদিকে সখাদল নত,  
 বিরসবদন, মরি, সুন্দরীর শোকে !  
 কে না জানে ফুলকুল বিরসবদনা,  
 মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?

উতরিল। নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে ।  
 সিহরি প্রগীলা সতী, মৃদুকলস্বরে,  
 বাসন্তী ন'নেতে সখী বসন্তমৌরভা,  
 তার গলা ধরি কাঁদি, কহিতে লাগিল।—  
 “ওই দেখ, আইল গো তিমিরামিনী,  
 কালভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,  
 শাস্তি ! কোথায়, মথি, রক্ষঃকুলপতি,

অরিন্দম ইঙ্গাজিত, এ বিপত্তি কালে ?  
 এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলাই ;  
 কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি ।  
 তুমি যদি পার, সহ্যে, কর লো আমারে । ”

কহিল। বাসলী সখী, বসন্তে যেমতি  
 কুহরে বসন্তসখা,—“ কেমনে কহিব  
 কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?  
 কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি ।  
 ভরায় আসিব শূর নাশিয়া রাঘবে ।  
 কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুরশরে  
 অভেদ্য শরীর যাক, কে তাঁরে আঁটিবে  
 বিগ্রহে ? আইস মোরা ঘাই কুঞ্জবনে ।  
 সরস কুমুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি  
 ফুলমালা । দোলাইও হাসি প্রিয়গলে  
 সে দাম, বিজয়ীর হৃদয় যেমতি  
 বিজয়পতাকা লোক উড়ায় কোতুকে । ”

এতক কহিয়া দৌহে গাশিলা কাননে,  
 যথার সরসীসহ খেলিছে কোমুদী,  
 হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভরসী ;  
 কুহরিছে পিকবর ; কুমুম ফুটিছে ;  
 শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজীভালে,  
 ( মনিময় সিঁথীরূপে ) জোনাকের পাতি ;  
 বহিছে মলয়ানিল, মর্শ্বরিছে পাতা ।

অঁচল ভরিয়া ফুল ফুলিলা ছুজনে ।  
 কত যে ফুলের দলে প্রমীলার অঁখি  
 ঝরিল শিশির নীর, কে পারে কহিতে ?

কতদূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,  
 মলিনবদনা, মরি, মিহিরবিরহে,  
 টাড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—  
 “তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,  
 ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!  
 আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!  
 এ পরাণো দহিছে লো বিচ্ছেদ অনলে!  
 যে রবির ছবি পানে চাহি ঝাঁচি আমি  
 অহরহ, অন্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি।  
 আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে  
 পাইবি সেমতি, সতি, তুই) প্রাণস্বরে?”

অবচয়ি কুলচয় সে নিকুঞ্জবনে,  
 বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে মস্তাধি,  
 কহিলা প্রমীলা মতী. “এইত তুলিনু  
 ফুলরাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু, সজনি.  
 ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,  
 পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!  
 কে বাধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।  
 চল, সখি, লক্ষাপুরে যাই মোরা সবে।”

কহিল বাসন্তী সখী; “কেমনে পশিবে  
 লক্ষাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য-মাগর—  
 সম রাঘবীয়চমু বেড়িছে তাহারে!  
 লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ অরি ফিরিছে চৌদিকে  
 অস্ত্রপানি, দণ্ডপানি দণ্ডধর যথা।”

কবিতা দানব বাল্য প্রমীলা রূপসী!  
 কি কহিলি, বাসন্তি? পর্কাতগৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী জলধি উদ্দেশে,  
 কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তারগতি?  
 দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুলবধু;  
 রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—  
 আমিকি ডরাই, মখি, ভিখারী রাধবে?  
 পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;  
 দেখিব কেমনে দোরে নিবারে নৃমনি?"

এতক কহিয়া সতী, গজপতিগতি,  
 রোষাবেশে প্রবেশিল। সূবর্ণ মন্দিরে ।

যথা যবে পরমুপ পার্থ মহারথী,  
 যজ্ঞের তুচ্ছ সন্ধে অসি, উতরিল।  
 নারীদেশে, দেবদত্ত শংখ নাদে কষি,  
 রণরঙ্গে বীরঙ্গণা সাজিল কোতুকে;—  
 উখলিল চারিদিকে ছন্দুতিরধনি;  
 বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,  
 উলঙ্গিয়া অমিরানি, কার্ম্ম ক টংকারি,  
 আশ্ফালি ফলকপুঞ্জ! ঝক্ ঝক্ ঝকি  
 কাঞ্চন কঙ্ক ক বিতা উজ্জলিল পুরী!  
 মন্দুরায় হেযে অশ্ব, উল্লকর্নে শুনি  
 নৃপরের ঝগঝগি, কিস্কিনীর বোলী,  
 ডম্বুর রবে যথা নাচে কালকণী ।  
 বারীমাঝে নাদে গজ প্রবণ বিদরি,  
 গভীর নির্যোষে যথা ঘোষে ঘনপতি  
 দূরে! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,  
 নিজা তাজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি;—  
 সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।

ন্যূণমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,  
 মাজাইয়া শত বাজী বিবিধ মাজনে,  
 মদুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে  
 আনন্দে। চড়িল মোড়া একশত চেড়ী।  
 অশ্বপার্শ্বে কোষে অগ্নি বাজিল ঝঞ্ঝনি।  
 নাচিল শির্ষক চূড়া; ছুলিল কোঁতুকে  
 পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তৃণীরের সাথে;  
 হাতে শূল, কনলে কণ্টকময় যথা।  
 মৃণাল। হেমিল অশ্ব মগন হরষে,  
 দানবদলনীপাশ্বপদযুগ ধরি  
 বক্ষে, বিরূপাক্ষ স্মৃথে নাদেন যেমতি!  
 বাজিল সমরবাদ্য; চমকিল দিবে  
 অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।

রোষে লাজভয় তাজি মাজে, তেজস্বিনী  
 প্রমীলা। কিরীটছটা কবরী উপরি,  
 হায়রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী শিরে  
 ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,  
 চৈববীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা।  
 শশীকলা! উল্লুকচ আবরি কবচে  
 সুলোচনা, কটিদেশ যতনে আঁটিল।  
 বিবিধতনময় স্বর্ণ সারসনে।  
 নিষজের সঙ্গে পৃষ্ঠে ছুলিল কলক,  
 রুবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়ন!  
 'বাকব্যক্তি উকদেশে (হায় রে বর্তুল  
 যথা রক্তা বনআভা!) হৈমময় কোষে  
 শোভে খরশান অসি; দীর্ঘশূল করে;



ঝলমলি জ্বলে অগ্নে নানা আভরণ !—  
সাজিলা দানব বান্ধা, হৈমবতী যথা  
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,  
কিষ্কা শত্রু নিশত্রু, উন্মদ বীরমদে ।  
ডাকিনী গোগিনী সম বেড়িলা গভীরে  
অশ্রুক্রূড়া চেড়ীরন্দ । চড়িলা সূন্দরী  
বড়বা নামেতে বমী—বাড়বাগ্নিশিখা !

গভীরে অহরে যথা নাদে কাদঘিনী,  
উঠেঃস্বরে নিতঘিনী কহিলা সম্ভাষি  
সখীরন্দে ; „লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,  
অরিন্দম ইন্দ্রজিত্ বন্দীসম এবে ।

কেন যে দামীরে ভুলি বিলগ্নেন তথা  
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ?  
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে  
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে  
স্বমুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাজনা, মম ;  
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !

দানবকুলসম্ভবা আমরা, দানবি ;—  
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,  
দ্বিষতশোণিতনদে নতুবা ভুবিতে !  
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে  
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে ?  
চল সব, রাঘবের হেরি বীরপণা ।

দেখিব যে রূপ দেখি সূর্যনথা পিসী  
মাতিলা মদনমদে পঞ্চবটীবনে ;  
দেখিব লক্ষ্মণশূরে ; নাগপাশ দিয়া

হাথি লব বিভীষণ—রক্ষঃকুলাঙ্গারে !

জলিব বিপক্ষদল, মাতঙ্গিনী যথা।

মলবন। জোমরা লো বিছাত আকৃতি;

বিছাতের গতি চল পড়ি অরিমাঝে !” x

নাদিল দানব বাল। হুহুকার রবে,

মাতঙ্গিনীযুথ যথা—মত্ত মধুকালে।

যথা বায়ুসথা সহ দাবানলগতি

ছুর্কার, চলিল। মতী পতির উদ্দেশে।

টলিল কনকলহা, গজ্জিল জলধি;

ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—

কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে

আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নি শখা তেজে

চলিল। প্রমীলা দেবী বামাবল দলে।

কতক্ষণে উতরিল। পশ্চিম দুর্যারে

বিধুমুখী। একবারে শতশাখ ধরি

ধনিল। টংকারি রোষে শত ভীম ধনু,

স্ত্রীরন্দ! কাপিল লহা আতঙ্কে; কাপিল

মীতঙ্গে নিষাদী। রথে রথী; তুরঙ্গমে

সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে

কুলবধু; বিহঙ্গম কাপিল কুলায়ে;

পঙ্কিত গাঙ্গে সিংহ; বনহন্তী বনে;

ডুরিল অতলজলে জলচর যত!

পবননন্দন হনু ভীষণদর্শন,

রোড়ে অগ্নিসরি শূর গরজি কহিল।;—

কে-তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে?

জাগে এ দুর্যারে হনু, যার নাম শুনি

ধরধরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !

আপনি জাগেন প্রভু রঘুকুলমণি,

সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,

শত শত বীর আর—দুর্ধর্ষ সমরে ।

কি রঙ্গে অঙ্গনাবেশ ধরিলি, দুর্মতি ?

জানি আমি নিশাচর পরমমায়াবী ।

কিন্তু মায়াবল আমি টুটি বাহুবলে ;—

যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরনে ।”

নৃমুণ্ডমালিনী সখী ( উগ্রচণ্ডা ধনী ! )

কোদণ্ড টংকার রোষে কহিল। হুঙ্কারে ;—

“শীঘ্র ডাকি আন হেথা তোর সীতানাথে,

বর্ধর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !

নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে

ইচ্ছায় । শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?

দিবু ছাড়ি ; প্রাণলয়ে পালা, বনবাসি !

কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,

ডাকু সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণঠাকুরে,

রাক্ষসকুলকলঙ্ক ডাকু বিভীষণে !

অরিন্দম ইন্দ্রজিত্—প্রমীলা সুন্দরী

পত্নী তাঁর ; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে

লক্ষাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী !

কোন লোধ সাধ্য, মৃঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?”

প্রবল পবন বলে পবননন্দন

হনু, অঙ্গসরি শূর, দেখিল। সত্যয়ে

বীরঙ্গণামাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী ।

কণপ্রভাসম বিভা খেলিছে কিরীটে ;

শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌরঅংশুরাশি,

মণিমাভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি :

প্রিয় মানিয়া হনু ভাবে মনে মনে ;—

“অলঙ্ঘ্য মাগর লঙ্ঘি, উতরি নু যবে

লঙ্কাপুরে, তমস্করী হেরি নু ভীমারে,

প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, যুগ্মালী ।

দানবনন্দিনী মন্দোদরীগত যত

রাবণের প্রণয়িনী, দেখি নু তা মবে ।

রক্ষঃকুলবালা দলে, রক্ষঃকুলবধু,

( শর্শীকলা সমরূপে ) ঘোর নিশীকালে,

দেখি নু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে ।

দেখি নু অশোকবনে ( হায় শৌকাকুলা )

রঘুকুলকমলিনী ;—কিন্তু নাহি হেরি

এ হেন রূপমাধুরী কভু এ ভুবনে !

ধনা বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে

প্রমপাশে বাধা সদা হেন সৌদামিনী ! ”

এতক ভাবিয়া মনে অঞ্জনানন্দন

( অঞ্জন সনে যথা ) কহিলা গভীরে ;—

বন্দীসম শিলাবন্ধে বাধিয়া সিংহুরে,

হে সুন্দরি, প্রভু মম, ববিকুলরবি,

লক্ষ লক্ষ বীরসহ আইলা এ পুরে ।

রক্ষঃরাজ বৈরী তাঁর, তোমরা অবলা,

কহ কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?

নিভয় কহয়ে কহ ; হনুমান্ আমি

রঘুদাস ; দয়াসিদ্ধ রঘুকুলনিধি ।

তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, আলোচনে ?

কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ সুরা করি,  
কি হেতু আইল। হেথা? কহ, জানাইব  
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে । ”

উত্তর করিল। সতী,—হায় রে, সে বাণী  
ধনিল হনুর কাণে বীণাবাণী যথ।  
মধুমাথা!—“রঘুবর পতিবৈরী মম;  
কিন্তু তা বলিল। আমি কভু না বিবাদি  
তঁার সঙ্গে । পতি মম নীরঞ্জনকেশরী,  
নিজভুজবাল তিনি ভুবনবিজয়ী;  
কি কাজ আমার যুঝি তঁার রিপুসহ?  
অবলা, কুলের শালা, আমার, সকলে,  
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর; সে বিছাতছটা  
রমে আশি, মরে নর তাহার পরশে ।  
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী ।  
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সঙ্গীপে,  
বিবারণা কবে রাম; যাও সুরা করি । ”

নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী  
আকৃতি, পাশিয়া ধনী অরিদল মাঝে  
নির্ভয়ে, চলিল। যথা গক্‌গম্ভী তরী,  
তরঙ্গনিকরে রঞ্জে করি অবহেলা,  
অকুল সাগরজলে ভাসে একাকিনী ।  
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া ।  
চমকিল। বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,  
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে  
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা তামিনী  
মনে মনে । একদৃষ্টে চাহে বীর যত

দড়েরড়ে জয় হবে হয়ে স্থানে স্থানে ।  
 বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটিদেশে ।  
 ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী,  
 জরজরি সর্বজনে কটাক্ষের নারে  
 তীক্ষ্ণতর । শিরোপরি শিখকের চূড়া,  
 চন্দ্রককলাপময়, নাচে কুতূহলে,  
 ধকধকে রত্নাবলী কুচয়ুগ মাঝে  
 পীবর ! ছলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,  
 কামের পতাকা যথা উড়ে মধুকালে ।  
 নবনাতদ্বিনীগতি চলিল রঙ্গিনী,  
 আলো করি দশাদিশ, কোমুদী যেমতি,  
 কমুদিনীমখী, ঝলে বিমল মলিলে,  
 কিম্বা উবা অংশুময়ী গিরিশ্চন্দ্র নায়ে :

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুচড়ামণি ;  
 করপটে শ্রমিৎহ লক্ষ্মণ সমুখে,  
 পাশে বিভীষণ মথ্য, আর বার যত  
 কহকুলসম তেজঃ, ভৈরব মুরতি ।  
 দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,  
 রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুমুম অঞ্জলি  
 আরত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি পূপদামে ;  
 সারি সারি চারিদিকে জ্বলিছে দেউটি ।  
 বিষয়ে চাহেন সবে দেবঅস্ত্রপানে ।  
 কেহ বাখানেন বড় ; চর্ম্মবর কেহ,  
 সুবর্ণমণ্ডিত যথা দিবা অবসানে  
 রশ্মির প্রসাদে মেঘ ; তুণীর কেহ বা ;  
 কেহ বর্ম্ম, তেজোরানি ! আপনি সুমতি

ধরি ধনুবরে করে কহিল। রাঘব;  
 “বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙি নু পিনাকে  
 বাহুবলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!  
 কেমনে, লক্ষ্মণভাই, নোয়াইবে এরে?”

সহসা নাদিল ঠাট; জয় রাম ধ্বনি  
 উঠিল আকাশদেশে ঘোর কোলাহলে,  
 মাগরকল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,  
 দাশরথি পানে চাহি, কহিল। কেশরী;—  
 “চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।  
 নিশীথে কি উষা অগ্নি উতরিল হেথা?”

বিস্ময়ে চাহিল। সবে শিবির বাহিরে।  
 “ভৈরবী রূপিণী বামা” কহিল। নৃমণি,—  
 “দেবী বিদানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।  
 মারামর লঙ্কাধাম; পূর্ণ ইন্দ্রজালে;  
 কামরূপী তবাশ্রজ। দেখ ভাল করি;  
 একক তব কাছে অবিস্মৃত নহে।  
 শুভক্ষণে, রক্ষাবর, গাইনু তোমারে  
 অগ্নি। তোমা বিনা নিত্র, কে আর রাখিবে  
 এ দুর্বল বলে, কহ, এ বিপতিকাণ্ডে?  
 রামের চিররক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!”

হেন কালে হনুমত উতরিল। দূতী  
 শিবিরে। প্রণমি বামা কীৰ্ত্তিগুণিগুণি,  
 ছত্রিশ রাগিনী সেন মিলি এক তানে!  
 কহিল। “প্রণমি অগ্নি রাঘবের পদে,  
 আর যত গুরুজনে;—নৃমুণ্ডমালিনী  
 নাম মম; দৈত্যবান। প্রমীলা সুন্দরি,

বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্ৰজিতের কামিনী,  
 তাঁর দাসী ।” আশীষিয়া, ধীর দাশরথি  
 সুধিলা; “ কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?  
 বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব  
 তোমার ভবিনী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি । ”

উত্তরিল ভীমারূপী; “ বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,  
 রঘুনাথ; আমি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;  
 নতুবা ছাড়ি পথ; পাশ্চাত্যে রূপসী  
 স্নর্গলঙ্কাণ্ডে আতি পুজিতে পতিরে ।  
 বধেছ অনেক রক্ষ: নিজ ভুজ বলে;  
 রক্ষোবধু মাগে রণ; দেহ রণ তারে.  
 বীরেন্দ্র । রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,  
 যুঝিবে সে একাকিনী । ধনুর্দর্শন ধর,  
 ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চন্দ্রভঙ্গি,  
 কিম্বা গদা, মল্ল যুদ্ধে সদা মোরা রত :  
 যথা কচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে ।  
 তব অনুরোধে সতী রোধে সখীদলে,  
 চিত্রবাধিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,  
 মাতে যবে ভয়করী—হেরি মৃগপালে ।

এতক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,  
 প্রকুল কুসুম যথা (শিল্পির মণ্ডিত)  
 ব্রন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দসমীরণে !  
 উত্তরিল রঘুপতি; “ শুন, সুকেশিনি,  
 বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে ।  
 অরি মম রক্ষ:পতি; তোমরা সকলে  
 কুলধালা; কুলবধু; কোন অপরাধে



ঐবরীভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?  
 আনন্দে প্রবেশ লক্ষা নিঃশব্দহৃদয়ে ।  
 জনম রামের, রামা রঘুরাজ কুলে  
 বীরেশ্বর; বীরপত্নী তোমার ভদ্রিনী ।  
 কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি, ললনে,  
 তাঁর পতিভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—  
 বিনা রণে পরিহাব মাগি তাঁর কাছে !  
 ধনা ইন্দ্রজিত ! ধনা প্রমীলা সুন্দরী :  
 ভিখারী রামব, দুতি, বিদিত জগতে ;  
 বনবাসী, ধনহীন বিধিবিড়ম্বনে ;  
 কি প্রমাদ, সুবদনে, ( মাজে যা তোমারে )  
 দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি ! ”

এতক কহিয়া প্রভু কহিল। হনুমে,  
 “ দেখ ছাড়ি পথ, বলি । অতি সাবধানে,  
 শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে ” ।

প্রণমিয়া মীতান্নাথে বাহিরিল। দুতী ।  
 হামিয়া কহিল। মিত্র বিতীষণ “ দেখ,  
 প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,  
 রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব কৌতুক ।  
 না জানি এ বামা দলে কে আঁটে সমরে,  
 ভীমরূপী, বীরাবতী চামুণ্ডা স্মৃতি—  
 রক্তবীজকুলঅরি ? ” কহিল। রামব :  
 “ দুতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,  
 রক্ষোবর ! যুদ্ধগাধ তাজিনু তখনি !  
 মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, ছেন বাঘিনীরে !  
 চল, মিত্র, দেখি তব আত্মপুত্রবধু । ”

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,  
অগ্নিময় দশাদিশ ; দেখিলে সম্মুখে  
রবিবেঙ্গ বিভারাশি নিধূম আকাশে,  
সুবর্ণি বারিদ পুঞ্জ ! শুনিল চমকি  
~~কাদ~~ও ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়াদড়বড়ি,  
হুহুকার, কোষেবদ্ধ অমির ঝন্ঝনি ।  
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,  
ঝড়সঙ্গে বহে যেন কাকলীলহরী :  
উড়িছে গতাঁকা—রত্ন সঙ্কলিত তাভা ;  
মন্দগতি আনন্দিতে নাচে বাজীরাজী,  
বোলিছে যুগ্মরাবলী ঘুর ঘুর শোলে ।  
গিরিচূড়া রুতি ঠাট দাঁড়ায় ছুপাশে  
অটল ; চলিছে বামাদল মধ্যপথে,  
উপত্যকাপথে যথা মাতঙ্গিনীমুখ,  
গরজে গুরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি ।

সর্ব্বদাশ্রে উগ্রচণ্ডা নৃগুণমালিনী,  
ক্লমহয়াক্রান্ত ধনী, ধ্বজদণ্ড করে  
ঠেহমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,  
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ছুতলে  
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা  
আদি বাদ্য বাজে মিলি স্রুতির নিকণে !  
তার পাছে শূলপাণি বীরাসনা মাঝে  
প্রণীলা, তাবক দলে শশীকলা যথা !  
পরাক্রম ভীমা বামা । খেলিছে চৌদিকে  
রত্ন সঙ্কলিত বিভা কণপ্রভা সম ।  
অন্তরীক্ষে সঙ্গে সঙ্গে চলে রতিপতি

ধরিয়া কুমুম ধনু, মুহূৰ্ম্মুহু হানি  
 অব্যর্থ কুমুম শর ! সিংহ পৃষ্ঠে যথা  
 মহিষমর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী  
 ইস্রাণী : খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্ররমণী,  
 শোভে বীৰ্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—  
 বড়বা, বামী দৈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে !  
 ধীরে ধীরে, ঠেবরীদলে সেন অবহেলি,  
 চলি গেল বামাতুল । কেহ টংকারিলা  
 শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্ঘিলা অসি ;  
 আঁফালিলা শূল কেহ ; হাসিলা কেহবা  
 অট্টহাসে টিটকারি ; কেহবা নাদিলা,  
 গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিনী,  
 বীরমদে, কামমদে উন্মাদ ঠেতরবী !

লক্ষ্যকরি রক্ষাবরে, কহিলা রাঘব ;  
 “ কি আশ্চর্য্য, নৈকশেষ ? কতু নাহি দেখি,  
 কতু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !  
 নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?  
 সত্য করি কহ মোরে, মিররছো তুমি ।  
 নাপারি ব্যুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু  
 এপ্রপঞ্চ দেখি, সপে ; বঞ্চোনা আমারে ।  
 চিত্ররথরথীমুখে শুনিবু বারউণ,  
 উরিবেন মায়াদেবী দাসের সহায়ে ;  
 পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি  
 লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ? ”  
 উত্তরিল বিভীষণ ; “ নিশার স্বপন  
 নহে এ, বৈদেহিনাথ, কহিনু তোমারে ।

কালনেমী নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে  
 সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী ।  
 মহাশক্তি অংশে, দেব, জনম বামার  
 মহাশক্তিসন তেজঃ ! কার সাধ্য তাঁটে  
 বিক্রমে এ দানবীরে ? দম্ভোলি নিক্ষেপী  
 সহস্রাঙ্কে যে হর্গাক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,  
 সে রক্ষসে, রাক্ষসে, রাখে পদতলে  
 বিনোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !  
 জগতের রক্ষা হেতু গড়িল বিধাতা  
 এ নিগড়, ঘাছে বাধা মেঘনাদ বলী-  
 মদকল কালহন্তী ! যথা বারিধারা  
 নিবারে কাননবেরী ঘোর দাবানলে,  
 নিবারে মত ও মতী প্রেমহলাপনে  
 এ কালারি : মুনার সুরাগিতাজলে  
 ডুবি থাকে কালযশী, দুঃস্থ দংশক !  
 সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,  
 অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ।”

কহিলেন রবুপতি ; “সত্য যা কহিলে,  
 মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী ।  
 না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে !  
 দেখিয়াছি ভুগুরামে, সুগুমান্ গিরি  
 সম অটল সমরে । কিন্তু শুভক্ষণে  
 তব ভ্রাতৃপুঞ্জ, মিত্র, ধনুর্ধার ধরে !  
 এবেক করিব কহ, রক্ষঃকুলমণি ?  
 সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;  
 কে রাখে এ মৃগপালে ? দেখ হে চাহিয়া,

উথলিছে চারিদিকে ঘোর কোলাহলে  
 হলাহল সহ মিছা ! নীলকণ্ঠ যথা  
 ( নিস্তারিণীমনোহর ) নিস্তারিলে ভবে,  
 নিস্তার এ বলে, সাথে, তোমারি রক্ষিত !—  
 ভেবে দেখ মনে শূর, কালমর্গ তেজে  
 তবাশ্রয়, বিয়দন্ত তার মহাবলী  
 ইন্দ্রাজিৎ । যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে  
 এ দন্ত, মফল তবে মনোরথ হবে ;  
 নতুবা এনেছি মিছে সাগর বাধিয়া  
 এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিছু তোমারে । ”

কহিল। গৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া  
 ভ্রাতৃপদে ; “ কেন আর ডরিব রাক্ষসে,  
 রঘুপতি ? সুরনাথ মহার বাহ্যার,  
 কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভবনগুহে ?  
 অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে  
 রাবণি । অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে ?  
 অধর্ম-আচারী এই রক্ষকুলপতি ;  
 তার পাপে হতবল হবে রণভূমে  
 মেঘনাদ ; পিতৃপাপে পুত্রের মরণ ।  
 লঙ্কার পঙ্কজ রূপি যাবে অন্ত্যঢলে  
 কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুরবধী ।  
 তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ? ”

উত্তরিল। বিভীষণ : “ সত্য বা কহিলে,  
 হে বীরকুঞ্জর ! যথা ধর্ম জয় তথা ।  
 নিজ পাপে নজে, হায়, রক্ষকুলপতি !  
 মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর অরি

মেঘনাদ ; কিন্তু ডুবু থাক সাবধানে ।  
 মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;  
 নৃমুণ্ডমালিনী, যথা নৃমুণ্ডমালিনী,  
 রণপ্রিয়া ! কালসিংহী পশে যে বিপিনে,  
 তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত —  
 উচিত থাকিতে তার । কখন, কে জানে,  
 আমি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে !  
 নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে । ”

কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;  
 “রূপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্যণে লয়ে  
 ছুরারে ছুরারে, সখে, দেখ মেলাগণে ;  
 কোথায় কে জাগে ? মহাকান্ত আজি মনে  
 বীরবাহু সহ রণে । দেখ চারিদিকে—  
 কি করে অচন্দ ; কোথা নাল মহাবলী ;  
 কোথ বা সূত্রীর গিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে  
 আপন জাগিব আমি ধনুর্দান হাতে । ”  
 “যে আজ্ঞা,” বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে  
 উর্মিলাবিলাসী শূরে । সুরগতি সহ  
 তারকসুদন যেন শোভিলা ছুজনে,  
 কিম্বা দ্বিষাম্পতি সহ ইন্দু সুধানিধি ।—

লঙ্কার কনকদ্বারে উঠিলা সতী  
 প্রমীলা । বাজিল শিঙ্গা, বাজিল ছন্দুতি  
 ঘোররবে ; গগজিল ভীষণ রাক্ষস,  
 এলয়ের মেঘ কিম্বা করিমূখ যথা !  
 রোষে বিভূপাঙ্ক রক্ষ : প্রক্বেডন করে ;  
 তালজঙ্ঘা—তালসমদীর্ঘগদাধারী,

ভীমমূর্তি প্রমত্ত ! হেমিল অশ্বাবলী ;  
 নাদে গজ ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;  
 ছুরন্ত কোম্পিককুল কুল আশ্ফালিল ;  
 উড়িল নারচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে ।  
 অগ্নিগয় আকাশ পূরিল কোলাহলে  
 যথা যবে ভুকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,  
 উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি শ্রোতোরাশি  
 নিশীথে ! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাপিয়া !—

উঠেঃস্বরে কহে চণ্ড। নৃম গুমালিনী ।  
 “ কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীক, এ আদারে ?  
 নহি রক্ষোদিগ্ধ সেনা, রক্ষঃকুলবধ,  
 খুলি চক্ষু দেখা চাহে ।” অহনি দুয়ারী  
 টানিল ছড়ুক; ধরি হড় হড় হড়ে ;  
 নজ্রশব্দে খুলে দ্বার ! পশিলা সুলক্ষী  
 আনন্দে কনকলক্ষা জয় জয় রবে ।

যথা অগ্নিশিখা দেখি পতঙ্গনিকর  
 ধায় রাস্তা, চারিদিকে আইলা ধাইয়া  
 পৌরজন , কুলবধ দিলা ছলাছলী,  
 বরষি কুমুদাসার ; যন্ত্রধনি করি  
 আনন্দে বন্দিল বন্দী । ঢলিল অঙ্গন  
 আগ্নেয় তবঙ্গ যথা নিবিড় কান্দে ।  
 বাজাইল বীণা, ঝাশী, মুরজ, গন্ধিরী,  
 বাদ্যকরী বিদ্যামরী ; হেমি আশ্ফালিল  
 হয়হন্দ ; ঝঙ্ঝগিল রূপান পিধানৈ ।  
 জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি ।  
 খুলিয়া থুবাক কত রাক্ষসী যুবতী,

নিরীথিয়া দেখি হবে স্তূথে বাথানিলা  
 প্রমীলার বীরপণা। কতকণে বামা  
 উত্তরিল। প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—  
 মণিহার। ফণী যেন পাইল সে ধনে !

অরিন্দম ইঙ্গাজিহ্ কহিল। কোঁতুকে ;—

“রক্তবীজে বধি বুনি, এবে, বিধুমুখি,  
 জাইল। টেকল সম্বোধনে ? যদি আজ, কর,  
 পড়ি পদতলে তবে ; চিরদাম আমি  
 তোমার, চাখুণ্ডে !” হাসি, কহিল। ললনা  
 “ও পদপ্রমানে, নাথ, ভববিজয়িনী  
 দামী, কিন্তু গনমথেন, পারি জিনিতে ।  
 অহেলি শরানলে, বিহু অনলে  
 (ভুরুখ) ডরাই মদা ; তেঁই সে আইলু  
 নিত্য নিত্য, মন সারে চাহে তাঁর কাছে .  
 পশিল মাগরে আমি রন্ধে তরঙ্গিনী ।”

এতক কহিয়া মর্তী, প্রবেশ মন্দিরে,  
 তাজিল। বীরভূষণ ; পরিল। ছুকুল  
 রতনমগ অঁচল, অঁটিয়, কাঁচলি  
 পীগন্তনী ; শোণিদেদে ভাতিল মেথল ।  
 জুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী  
 উরমে, কামেন বামা ; গালে তারা গাঁথা  
 মিথি ; কর্ণে কুণ্ডল ; অলকে মণি-আভা !  
 পরি নানা আভরণ মাজিলা রূপসী ।  
 ভাগিলা আনন্দনীরে রম্যচূড়ামণি  
 মোনি ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী ।  
 গাইল গায়কদল ; নাচিল নর্তকী ;



বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ আলয়ে  
যথা ; ভুলি নিজ দুখ, পিঞ্জর মাঝারে,  
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,  
সুখাংশুর অংশুস্পর্শে যথা! অম্বুরাশি ।—

বহিল বাহু স্তানিল মধুর সুস্বনে,  
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্তলী মহ,  
বিরলে করেন কেনি মধু মধুকালে ।

হেথা বিভীষণ মহ মৌমিত্রিকেশরী  
চলিল। উদ্ভব হারে : সুগ্রীব সুমতি  
জাগেন আগনি তথা। গীরদল মাথে,  
বিক্রান্তচরন যথা—অটল কংক্রামে :  
পৃথক ছুরাদে নীল, টৈতরব মূবতি ,  
হুথ। নিদ্রাদেবী তথা। সাধিছেন তাবে ।

দক্ষিণ ভুগারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,  
ক্ষুধাতুর হরি যথা। আধার সম্মানে  
কিছা নন্দী শূলপাণি কৈলাস শিখরে ।  
শত শত অগ্নিরাশি ছলিছে চৌদিকে  
ধূমশূনা ; নগ্নো লঙ্কা, শশাঙ্ক সেমনি  
নক্ষত্রমণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভস্থলে ।

চারিদ্বারে বীরবৃহ জাগে ; যথা যবে  
বারিদ প্রসাদে গুটি শাস্ত্রকুল বাজে  
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্রপাশে,  
তাহার উপরে রণ্য জাগে সাবধানে,  
খেদাইয়া মৃগসুখে, ভীষণ মহিষে,  
আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরবৃহ,  
রাক্ষসকুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে ।

হৃৎমতি দুই জন চলিল। ফিরিয়া  
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।

হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিল। সম্ভাবি  
বিজয়ারে, “লক্ষ্যপানে দেখ লো চাহিয়া,  
বিধুমুখি ! বীরবেশে পশিছে নগরে  
প্রমীলা, সিন্ধিনীদল সঙ্গে বরাঙ্গণা।  
সুবর্ণ কঞ্চক বিভা উঠিছে আকাশে !  
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ারে ভূমণি  
রাসব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ আদি  
বীর যত ! হেন রূপ কার নরলোকে ?  
সাজিহ্ন এ বেশে আমি নাশিতে দানবে  
সত্যযুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি !  
শিঞ্জিনী আকসি রোমে টঙ্কারিছে বামা  
ভঙ্কারে। বিকট ঠুট বাপিছে চৌদিকে।  
দেখ লো নাচিছে ছুড়া কবরীরন্ধনে।  
ভুরঙ্গম আন্ধ নিতে উঠিছে পড়িছে  
গৌরাঙ্গী, হায় রে নরি, তরঙ্গহিল্লোলে  
কনককমল যেন মানসমরমে !”

উত্তরে বিজয়া মথী ; “সত্য যা কহিলে,  
সেইমত, হেন রূপ কার নরলোকে ?  
জানি আমি বীর্যাবর্তী, পানবনন্দিনী  
প্রমীলা, তোমার দম্পতী ; কিন্তু তাব মনে,  
কি রূপে আপন কথা রাখিব, ভবানি ?  
একাকী জগতজয়ী ইস্রাজিত তেজে ;  
তা সহ মিলিল আমি প্রমীলা ; মিলিল  
বাসুসখী আশ্রয়িতা। সে বায়ুর সহ !

କେମନେ ରାକ୍ଷିବେ ରାମେ କହ, କାତାୟନି ?

କେମନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର ନାଶିବେ ରାକ୍ଷସେ ? ”

କ୍ଷଣକାଳ ଚିନ୍ତିତବେ କହିଲା ଶରଣୀ ;

“ନୁମ ଅଂଶେ ଜନ୍ମା ଧରେ ପ୍ରଣୀଳା ରୁପସୀ,

ବିଜୟେ ; ହରିବ ତେଜଃ କାଳି ତାର ଆମି ।

ରବିଛବିକରସ୍ପର୍ଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସେ ଗର୍ଗ,

ଆତୀତ୍ନ ହୟ ସେ, ଲୋ, ଦିବା ଅବସାନେ ;

ତେମତି ନିଶ୍ଚେଜ୍ଞା କାଳି କରିବ ବାମାବେ ।

ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର ନାଶିବେ ସଂଗ୍ରାମେ

ମେଘନାଦେ ! ପତିଗହ ଆମିବେ ପ୍ରଣୀଳା

ଏ ପୁରେ ; ଶିବେର ନେବା କରିବେ ବାବଣି ;

ସଖୀ କରି ପ୍ରଣୀଳାରେ ତୁସିବ ଆମରା । ”

ଏତେକ କହିଲା ସତୀ ଶଶିଳା ଗନ୍ଧିରେ ।

ବୁଦ୍ଧପଦେ ନିଦ୍ରାଦେବୀ ଆସିଲା ଟେକଲାସେ ;

ଲଭିଲା ଟେକଲାସବାସୀ କୁସୁମଶ୍ୟାମେ

ବିରାମ ; ତବେର ଭାଳେ ଲୀଳି ଶଶିକଳା,

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିଲ ସୁଖଧାମ ରଞ୍ଜୋମୟ ତେଜେ ।

ଇତି ଶ୍ରୀମେଘନାଦବଧେ କାବ୍ୟେ ସମାଗମୋ ନାମ

ତୃତୀୟଃ ସର୍ଗଃ ।

## চতুর্থ সর্গ ।

নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাঙ্কজে,  
 বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরচূড়ামণি,  
 তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সম্মানে  
 দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে !  
 তব পদাঙ্ক ধ্যান করি দিবানিশি,  
 পশিয়াছে কত যাত্রী যশের নন্দিরে,  
 সন্নিয়া ভবদম ছুরন্ত শমনে—  
 অমর ! শ্রীভর্তৃহরি ; মুরী ভবভূতি  
 শ্রীকৃষ্ণ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি  
 ভারতীর কালিদাস—সুন্দরভাষী ;  
 মুরারীমুরলীধনিসদৃশ মুরারি  
 মনোহর ; কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,  
 বাদ্যভূমি অলঙ্কার !—হে পিতা, কেননে,  
 কবিতারসসরসে, রাজহংসকুল  
 সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে ?  
 শাখির নূতন মালা, তুলিয়া যতনে  
 তব কাব্যোদ্যান ফুল ; ইচ্ছা মাজাইতে  
 বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব  
 ( দীন আমি ! ) রত্নরাশী, তুমি নাহি দিলে,  
 রত্নাকর রূপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে ।—  
 ভাসিছে কনকললা আনন্দের নীরে,  
 সুবর্ণদীপমাংলিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা  
 রত্নহরা ! যবে যবে বাজিছে বাজনা ;

নাচিছে নর্তকীরন্দ, গাইছে স্নুতানে  
 গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,  
 খল খল খল হাসি মধুর অধরে!  
 কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীঘ্রপানে ।  
 দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে;  
 গৃহাঞ্জে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;  
 জনশ্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে,  
 যথ। মহোৎসবে যবে মাতে পূনবাসী ।  
 রাশি রাশি পুষ্পরক্তি হইছে চৌদিকে—  
 সৌরভে পুরিয়া পুরী । জাগে লক্ষা আজি  
 নিশীথে; ফিরেন নিদ্রা ছুয়ারে ছুয়ারে,  
 কেহ নাহি মাথে তাঁরে পশিতে তালয়ে,  
 বিরাগবরপ্রার্থনে!—“মারিবে বীরেন্দ্র  
 ইন্দ্রজিত কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;  
 সিংহনাদে খেদাইবে শৃগালসদৃশ  
 বৈরীদল সিদ্ধুপারে; আনিবে বাঁধিয়া  
 বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে  
 রাত্বে; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া  
 পুনঃ সে স্ন্যধাংশু ধনে!” আশা, মায়াবিনী,  
 পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,  
 গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—  
 কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আত্মদামলিলে?

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে,  
 কাদেন রাঘববাণ্ডা অঁধার কুটীরে  
 নীরব! ছরস্তু চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,  
 ফেরে দূরে মত্ত যবে উৎসবকোভুকে—

হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী  
 নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !  
 মলিনবদনা দেবী, হায়রে, যেমতি  
 খনির তিমিরগর্ভে ( না পারে পশ্চিতে  
 মৌরকররাশি যথা ) সূর্য্যকান্ত মণি,  
 কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে !  
 রহিয়' বহিয়া দূরে স্থনিছে পবন,  
 নিশ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে নিষাদে  
 মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে  
 শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে  
 তরুশূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,  
 কেলিয়াছে খুলি মাজ ! দূরে প্রবাহিনী,  
 উচ্চ বীচিরবে কান্দি, চলিছে মাংগরে,  
 কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ বারতা !  
 না পশে সূদ্যৎশু অংশু মে ঘোর বিপিনে ;  
 কোটে কি কমল কভু সমল মলিলে ?  
 তবু ও উজ্জল বন ও অপূর্ব্বরূপে !  
 একাকিনী বসি দেবী, প্রভা তাতাময়ী  
 তমোময় ধামে যেন ! হেনকালে তথা  
 সরমা সুন্দরী আসি বসিল কাদিয়া  
 মতীর চরণতলে, সরমাসুন্দরী—  
 রক্ষঃকুল রাজসম্মী রক্ষোবধু বেশে !  
 কহিলে অধুবসরে ; “ ছুরন্ত চেড়ীরা,  
 তোমার ছাড়িয়া দেবি, কিরিছে নগরে,  
 রাত্রে রবে আজ নিশাকালে ;

এইকথা শুনি আমি আইনু পৃজিতে  
 পাছুখানি । আনিয়াছি কোটায় ভরিয়া  
 মিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে  
 দিব কোটা । এয়ো তুমি, তোমার কি মাজে  
 এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, ছুট লক্ষাপতি !  
 কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল  
 ও বরাহ অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ? ”

কোটা খুলি, রক্ষাবধু যত্নে দিল কোটা  
 সীমন্তে; মিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে,  
 গোধূলি ললাটে, আঁহা ! তার! রত্ন যথা !

দিয়া, কোটা, পদধূলি লইলা সরমা ।  
 “ ক্ষম, লক্ষি, ছুঁইনু ও দেব আকাঙ্ক্ষিত  
 তনু; কিন্তু চিরদামী দামী ও চরণে ! ”

এতক কহিয়া পুনঃ বসিল। যুবতী  
 পদতলে; আঁহা মরি, স্বর্ণ দেউটী  
 তুলসীর দূলে যেন জ্বলিল, উজলি  
 দশদিশা ! হৃদয়রে কহিল। ঠৈমথলী :—

“ হৃথ। গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !  
 আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে  
 আভরণ, হবে পাপী আনায়ে ধরিল  
 বনাশ্রমে । হুড়াইনু পথে সে সকলে,  
 চিহ্নহেতু । সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—  
 এ কনক লক্ষাপুরে—ধীর রঘুনাথে !

মণি, যুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,  
 যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ? ”

কহিল সরমা; “ দেবি, শুনিয়াছে দামী

তব স্বয়ম্বরকথা তব সুধামুখে ;  
 কেন বা আইলা বনে রঘুকুলগণি ।  
 কহ এবে দয়। করি, কেমনে হারিল  
 তোমা রক্ষোবাজ, মতি? এই ভিক্ষ। করি,—  
 দাসীর এ ত্রুযা তোম সুধাবরিষণে ।  
 দূরে ছুটে চেড়ীদল : এই অবসরে  
 কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি গে কাহিনী ।  
 কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে  
 এ চোর? কি মায়া করি, রাঘবের ঘরে  
 পশিয়া, করিল চুরি অশ্লীল রতান?”

যথা গোমুখীর মুখ হইতে স্বপ্ননে  
 ঝরে পৃথ বানিধারা, কহিল। জামকী,  
 মধুরভাষিণী মতী, আদরে সস্তাষি  
 সরসারে,—“হিটেই যণী মীতার পরমা  
 ভূমি, মখি! পূর্বকথা শনিবারে যদি  
 ইচ্ছ। তব, কহি আমি, শুন মনঃদিয়া।—

“ছিহু মোরা, স্নলোচনে, গোদাবরীতীরে,  
 কপোত কপোতী যথা উচ্চরুক্ষচূড়ে  
 ঝাধি নীড়, থাকে স্নখে; ছিহু ঘোর বনে,  
 নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবন সম ।  
 সদ। করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি ।  
 দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,  
 পুষ্কিম্বর অভাব তার? যোগাতেন আনি  
 নিত্য ফলমূল বীর মৌমিত্রি; মৃগয়া  
 করিতেন কহু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে  
 মৃত্যু বিরত, মখি, রাঘবেস্ত বলী,—



দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !

“ ভুলিছু পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী,  
রঘুকুলবধু আমি ; কিন্তু এ কাননে,  
পাইনু, সরমা মই, পরম পীরিতি !  
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত  
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?  
পঞ্চবটীকানচর মধু নিরবধি !

জাগাত প্রভাতে দোরে কুহরি সুস্বরে —  
পিকরাজ ! কোন রাণী, কহ, শশীমুখি,  
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে  
খোলে আঁখি ? শিখীমুখ, শিখিনী সুখিনী  
নাচিত ছুয়ারে মোর ! নর্তক, নর্তকী,  
এ দৌহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?  
অতিথি আসিত নিত্য করত, করতী,  
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণভঙ্গ কেহ,  
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত.  
যথা বাসবের ধনু যনবরশিরে ;  
‘অহিংসক জীব যত । সেবিতাম সবে  
নহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,  
মৰুভূমে শ্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,  
আপনি সুজলবতী বারিদপ্রসাদে ।—  
সরসী আরসি মোর ! ভুলি কুবলয়ে,  
( অমূলরতনসম ) পরিতাম কেশে ;  
সাজিতাম ফুল সাজে ; হাসিতেন প্রভু,  
বনদেবী বলি মোরে মস্তাধি কোঁতুকে !  
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?

আর কি এ পোড়া অঁখি এ ছার জনমে  
দেখিবে সে পা ছুখানি—আশার সরসে  
রাজীব; নয়নমণি? হে দাকণ বিধি,  
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?”

এতক কহিয়া দেবী কাঁদিল। নীরবে।  
কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রুচনীরে।

কতক্ষণে চক্ৰজল মুছি রক্ষোবধু  
সরমা কহিল। সতী সীতার চরণে;—  
“স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি  
পাও, দেবি, থাক তনে; কি কাজ স্মরিয়া?—  
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে!”

উত্তরিল। প্রিয়দা; ( কাদিয়া যেমতি  
মধুস্বরা! ) “এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,  
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে  
এ জগতে? কহি, শুন পূর্বের কাহিনী।  
বরিষার কালে, মণি, প্লাবনপীড়নে  
কান্তর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,  
বারিরাশি ছুই পাশে; তেমতি সে মনঃ  
ছুঃখিত, ছুঃখের কথা কহে সে অপরে।  
তঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।  
কে আছে নীতার আর এ অরুণপরে?

“পঞ্চবট বনে মোরা গোঁদাবরী তটে  
ছি নু স্নেহে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব  
সে কান্তারকান্তি আমি? সতত স্বপনে  
শুনিতাম বনবীণা বনদেবীকরে;  
মরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কছু

সৌরকররাশিবেশে সুরবান। কেলি  
 পদ্মবনে ; কভু নাদ্বী ধ্বনিবংশবধু  
 সুহাদিনী আসিতেন দাদীর কুটীরে,  
 সুধাংশুর অংশু যেন অঙ্ককার ধামে !  
 অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)  
 পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,  
 মথীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা  
 বৃন্দাবনী মল্লেরে নাচিতাম বনে,  
 গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !  
 নবলতিকার, মতি, দিতাম বিবাহ  
 তরুমহ ; চূর্ণিতান, মঞ্জরিত যবে  
 দম্পতী, মঞ্জরীরন্দে, আনন্দে সম্ভাষি  
 নাতিনী বলিয়া মবে ! ঙ্গুরিলে আলি,  
 নাতিনীজামাই বলি বরিতাম তারে !  
 কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে  
 নদীতটে, দেখিতাম তরল মলিলে  
 নৃতন গগণ যেন, নব তারাবলী,  
 নব নিশাকান্তকাস্তি : কভুবা উঠিয়া  
 পর্বত উপরে, মথি, বসিতাম আমি  
 নাথের চরণতলে, বুততী যেমতি  
 বিশালরসাল মূলে ! কত যে আদরে  
 ভূষিতেন প্রভু গোরে, বর্ষি বচন-  
 সুধা, হয়, কব কারে ? কব বা ফেনে ?  
 শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী  
 ব্যোমকেশ, স্বর্গাগনে বসি গৌরীমনে,  
 আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা ।

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;  
 শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,  
 নানা কথা ! এগন ও, এ বিজন বনে,  
 ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—  
 মাজ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,  
 সে সজ্জীত ?” নীরবিলা আয়তলোচনা  
 বিষাদে । কহিলা তবে সরমা স্নন্দরী ;—

“ শুনিলে তোমার কথা, রাঘবরমণি,  
 ঘৃণা জন্মে রাজতোগে ! ইচ্ছাকরে, তাজি  
 রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !  
 কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে ।  
 রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে  
 তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে  
 সে কিরণ ; নিশি যবে হার কোন দেশে,  
 মলিন বদন সবে তার সমাগমে !  
 যথা পদার্পণ তুমি কর, বধুমতি,  
 কেন না হইবে সুখী সর্বাঙ্গন তথা,  
 জগত আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী !  
 কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে  
 রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধনি দাসী,  
 পিকবীররব নবপল্লব মাঝারে  
 সরস মধুরমাসে ; কিন্তু নাহি শুনি  
 হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !  
 দেখে চেয়ে, নীলাধরে শশী, যার আভা  
 মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি  
 তব বাক্যসুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !

নীরব কোকিল এবে আর পাখী বত,  
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে ।  
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া ।”

কহিল রাঘবপ্রিয়া; “এইরূপে, মথি,  
কাটাইনু কতকাল পঞ্চবটীবনে  
সুখে । ননদিনী তব, ছুটী সূৰ্পনখা,  
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল পরে !  
শরমে, সরমা মই, মরি লো মরিলে  
তার কথা : শিকু তারে ! নারীকুলকালি ।  
ঢাছিল গারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী  
রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী  
খেদাইল দূরে তারে । আইল ধাইয়া  
রাক্ষস, ভুয়ুল রণ বাজিল কাননে ।  
মতয়ে পাশিনু আমি কুটীর মাঝারে ।  
কোদও টংকারে, মথি, কত যে কাঁদিবু,  
কব কারে ? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলিপুটে  
ভাঙিনু দেবতা বত রক্তিতে রাঘবে !  
আৰ্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে ।  
অজ্ঞান হইয়। আমি পড়িনু ভূতলে ।

“কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজন  
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে  
রঘুশ্রেষ্ঠ । রুদ্রস্বরে, (‘হায়লো, যেমতি  
শ্বনে মন্দসমীরণ কুসুম কাননে  
বসন্তে ! ) কহিল। কান্ত; ‘উঠ, প্রাণেশ্বর,  
রঘুনন্দনের ধন ! রঘুরাজগৃহ  
আনন্দ । এই কি শয্যা মাজে হে তোমারে,

হেমাঙ্গি ?—সরমা সখি, আর কি শুনিব  
সে মধুর ধ্বনি অ'মি ?” সহসা পড়িল।  
মৃচ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিল সরমা !

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া  
পাখীর ললিত গীত রক্ষশাথে, হানে  
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে  
ছটকটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি  
সহসা পড়িল। সতী সরমার কোলে !

কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা ।  
কহি : সরমা কাদি ; “ ক্ষম দোষ মম,  
টেমথেলি ! এ ক্লেশ আজি দিন অ'কারণে,  
হায়, জ্ঞানহীন আমি ! ” উত্তর করিল।  
মৃদুস্বরে সুকোশলী রাগববাসনা ;—  
“ কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মন দিয়া,  
কহি পুনঃ পূর্বকথা । মারীচ কি ছলে  
(মকভূমে মরীচিকা, ছলরে যেমতি ! )  
ছলিল, শুনেছ তুমি স্পর্শনখা মুখে ।  
হায়লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভমদে,  
মাগিনু কুরঙ্গ আমি ! ধনুর্ধ্বাণ ধরি,  
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে  
রক্ষাইতু রাখি ঘরে । বিদ্যাত আকৃতি  
পালকইল মায়ামৃগ, কানন উজলি,  
বারণারিগতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—  
হারানু নয়নতারা আমি অভাগিনী ! ”  
“ সহসা শুনিবু, সখি, আত্ননাশ দূরে—  
‘ কোথারে লক্ষ্মণভাই এ বিপত্তিকালে ?

মরি আমি !’ চমকিল। সৌমিত্রিকেশরী !  
 চমকি ধরিয়া হাত, করিলু মিনতি ;—  
 ‘ যাও, বীর ; বায়ুগতি পশ একাননে ;  
 দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল  
 শূনি এ নিনাদ, শ্রাণ ! যাও ত্বর। করি—  
 বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রখি !’ ”

কহিল। সৌমিত্রি ; ‘ দেবি, কেমনে পালিব  
 আত্মা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে  
 এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী  
 রাক্ষস ভ্রমরে হেথা, কে পারে কহিতে ?  
 কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে  
 রঘুবংশ অবতংগে এ তিন ডুবনে,  
 ভৃগুরামগুপ্ত বলে ?’—আবার শুনিলু  
 আত্মনাদ ; ‘ মরি আমি ! এ বিপত্তিকালে,  
 কোথারে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?’  
 ঈশ্বরজ ধরিতে আর নারিলু, স্বজনি !  
 ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিলু কৃষ্ণণে ;—  
 ‘ সুমিত্র, শাশুড়ী ঘোর বড় দয়াবতী ;  
 কে বলে ধরিয়াছিল। গর্ভে তিনি তোর,  
 নিষ্ঠুর ? পাবাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা  
 হিয়া তোর ! ঘোরবনে নির্দয় বাধিনী  
 জন্মদিয়া পালে তোর, বুঝিলু, দুঃখতি !  
 রে ভীক, রে বীরকুলস্থানি, যাব আমি,  
 দেখিব ককণাস্বরে কে স্বরে আমারে  
 দূরবনে ?’ ক্রোধভরে, আরক্তমননে  
 বীরমণি, ধরি ধনু, বাঁধিয়া নিমিষে

পুটে তুণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;—  
 ‘মাতৃসম মানি তোমা, জনকনন্দিনি,  
 মাতৃসম! তেঁই সহি এ রূপা গঞ্জনা!  
 যাই আমি। গৃহমধ্যে থাক মাবধানে।  
 কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;  
 তোমার আদেশে আমি ছাড়িছু তোমারে।’  
 এতক কহিয়। শূর পশিলা কাননে।

“কত যে ভাবিছু আমি বসিয়া বিরলে,  
 প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?  
 বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,  
 কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি মৃগশিশু যত,  
 সদাব্রতফলাহারী, করত, করতী  
 আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে  
 চমকি দেখিছু ষোণী, টেবশানর সম  
 তেজস্বী, বিভূতি বাদে, কমণ্ডলু করে,  
 শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি  
 ফুলরাশি নাঝে দুই কালসর্গবেশে,  
 বিমল মালিলে বিষ, তা হলে কি কছু  
 ভুমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?”

“কহিল মায়াবী; ‘ভিক্ষা দেহ, রঘুবধু,  
 অন্নদা এ বনে তুমি! ) ক্ষুধার্ত অতিথে!’

সাবরি বনন আমি ঘোমটার, সখি,  
 করপুটে কহিছু, ‘অজিনামনে বসি,  
 বিশ্রাম লভুন প্রভু তকমূলে, অতি  
 দুরার আমিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,  
 সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।’ কহিল দুর্মতি—



( প্রতারিতরোষ আমি নারিনু বুঝিতে ! )  
 ‘ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে ।  
 দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অনাস্থলে ।  
 অতিথি সেবার তুমি বিরত কি আজি,  
 জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি চালিতে  
 এ কলঙ্ক কালি, তুমি রঘুবধু? কহ,  
 কি গৌরবে বৃদ্ধশাপে কর অনহেলা?  
 দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি ।  
 ছুরন্ত রাক্ষস এবে মীতাকান্তঅরি;—  
 মোর শাপে —লজ্জা ত্যজি, হায়লো স্বজনি,  
 ভিক্ষাদ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—  
 না বুঝে পা দিনু ফাঁদে! অমনি ধরিল  
 হানিয়া ভাসুর তব আমার তথনি !

“একদা, বিধুবদনে, বাঘবের সাথে  
 ভ্রমিতেছিল কাননে; দূর গুল্মপাশে  
 চরিতেছিল হরিণী । সহসা শুনি  
 ঘোরনাদ; ভয়াকুল দেখিনু চাহিয়া  
 ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!  
 ‘রক্ষ, নাথ,’ বলি আমি পড়িনু চরণে ।  
 শরানলে শূরশ্রেষ্ঠ ভস্মিল শার্দূলে  
 মুহূর্ত্তে । যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি  
 বনসুন্দরীরে, মথি । রক্ষঃকুলপতি,  
 সেই শার্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!  
 কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,  
 এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তিকালে!  
 পুরিণু কানন আমি হাহাকার রবে ।

শুনিনু ক্রন্দনধ্বনি ; বনদেবী বুঝি  
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলে !  
কিন্তু যথা সে ক্রন্দন ! হতাশনতেজে  
গলে লৌহ ; বারিধারা মমে কি তাহারে ?  
অশ্রুবিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?

“দূরে গেল জটাজুট ; কমণ্ডলু দূরে !  
রাজরথী বেশে মূঢ় আমায় তুলিল  
স্বর্ণরথে । কহিল যে কত দুর্দমতি,  
কছু রোষে গর্জি, কছু স্নমধুরসবে,  
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !

“চালাইল রথ রথী । কালমর্পন্থথে  
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, স্মৃতগে,  
যথা ! স্বর্ণরথচক্র, ঘর্ঘরি নির্ধোষে,  
পুরিল কাননরাজী, হায়, ডুবা ইয়া  
অভাগীর আর্তনাদ ! প্রভঞ্জনবলে  
ত্রস্ত তরুকুল যবে লড়ে মড়মড়ে,  
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?  
কাঁকর হইয়া, সখি, খুলিনু সস্তরে  
কঙ্কণ, বলয়, হার, মিথি, কণ্ঠমালা,  
গুণ্ডল, নুপুর, কাঞ্চী, ছড়াইনু গথে ;  
তুঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু,  
প্রান্তরণ । দশাননে যথা গঞ্জ তুমি ।”

নীরবিলে শশীমুখি । কহিল সরমা,—  
“এখনও ত্ৰাতুরা এ দাসী, মৈথেলি ;  
দেহ সুধা দান তারে । সফল করিলা  
শ্রবণকুহর আজি আমার !” সূক্ষরে

পুনঃ আরঙিল। তবে ইন্দুনিভাননা ;—

“শুনিতে লামসা যদি, শুনলো ললনে ।

বৈদেহীর দুঃখ কথা কে আর শুনিবে ?—

“আনন্দে নিবাদ যথা ধরি কাঁদে পাখী  
যায় ঘরে, চালাইল রথ লক্ষাপতি ;  
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটকটি  
ভাঙিতে শৃংখল তার, কাঁদিবু, সুন্দরি !

‘হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,  
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা  
ঘোর রবে কহ যথা রঘুচূড়ামণি,  
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবনবিজয়ী !  
হে সমীর, গজবহ তুমি ; দূতপদে  
বরিণ তোমায় আমি, যাও স্বরাকরি  
যথায় ভ্রমেন ঐতু ! হে বারিদ, তুমি  
ভীমনাদী, ডাক নাথে গজীর নিনাদে !  
হে ভ্রমর মধুলোভি, হাড়ি কুলকুলে  
ওজর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেশ্বর বলী,  
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চশ্বরে  
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধুসখা  
কোকিল ! শুনিবে ঐতু তুমি হে গাইলে !’  
এই রূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল ।

“চলিল কনকরথ ; ঐড়াইয়া ঋতে  
অভ্রভেদী গিরিচূড়া, বন, নদ, নদী,  
নানাদেশ । অনয়নে দেখেছ, সরমা  
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিরা ?—

“কতক্ষণে সিংহমাস শুনিবু নন্দুখে

ভয়ঙ্কর! ধরধরি আতঙ্কে কাঁপিল  
 কঁকরাজী, স্বর্ণরথ হইল অস্থির !  
 দেখিছু, মিলিয়া অঁখি, তৈরব মূর্তি  
 গিরিপৃষ্ঠে বীর, সেন প্রলয়ের কালে  
 কালমেঘ! ‘চিনি তোরে’ কহিল গভীরে  
 বীরবর, ‘চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।  
 কোন কুলবধু আজি হরিলি, দুর্মতি?  
 কার ঘর অঁধাখিলি, নিবাইয়া এবে  
 প্রেমদীপ? জানি আমি এই ধর্ম তোরা!  
 অস্ত্রীদল অপবাদ কুচাইব আজি  
 বধি তোরে তীক্ষ্ণশরে! অঁয়, মৃদুভক্তি:  
 দিক তোরে, রক্ষোবাজ! নিলজ্জ পামরা  
 নাই আর তোরা সম এ বৃক্ষমণ্ডলে!’

“এতেক কহিয়া, মখি, গর্জিল, শূরেন্দ্র!  
 অচেতন হয়ে আনি পড়িল স্তম্ভনে!

“পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিছু রয়েছে  
~~ভূতলে~~। গগণমার্গে রথে রক্ষোবরখী  
 যুকিছে সে বীরসঙ্গে ছল্‌ছল নাদে।  
 অবলারসনা, ধনি, পারে কে বর্ণিতে  
 সে রণ? মতয়ে আমি বুদিন্ নয়ন!  
 মাখিছু দেবতাকূলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,  
 ‘সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে’ রাক্ষসে  
 অরি নোর, উদ্ধারিতে বিঘন শঙ্কটে  
 দায়ীরে! উঠিলু ভাবি পশিব বিপিনে,  
 পলাইব দূরদেশে। হায় লো, পড়িলু,  
 আছাড় খাইয়া, ঘেন ঘোর ভুক্সনে!

আরাধিত বসুধারে—‘এ বিজন দেশে,  
 না আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষস্থলে  
 লহ অভাগীরে, সাধি! কেমনে সহিছ  
 দুঃখিনী মেগের জ্বালা? এস শীঘ্রকরি ।  
 ফিরিয়া আসিবে তুচ্চ; হায়, মা, মেমতি  
 তব্বর আইসে ফিদি, ঘোর নিশাকালে,  
 পুতি যথা রত্নরাশি রাখে সে গোপনে—  
 পরধন! আমি মোরে তরাও, জননি!’

“বাঞ্ছিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;  
 কাঁপিল বসুধা; দেশ পুরিল আরবে!  
 অচেতন টেহু পুনঃ। শুন, লো ললনে,  
 মনঃদিয়া শুন, মহি, অপূর্ব কাহিনী।——  
 দেখিছু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী  
 না আমার! দাসীপাশে আমি দয়াময়ী  
 কহিল, লইয়া কোলে, স্নমধুরবাণী;—  
 ‘বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো! তোরে  
 রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবৎসে মজিবে  
 অধন! এ ভার আমি সহিতে না পারি,  
 ধরিবু গো গর্ত্তে তোরে লক্ষা বিনাশিতে!  
 যে কক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি  
 রাবণ, জানিছু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি  
 এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিছু তোরে!  
 জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথেলি!  
 ভবিতব্যদ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে।’

“দেখিছু সম্মুখে, সখি, অভভেদী গিরি;  
 পঞ্চজন বীর তথা, নিমগ্ন সকলে

ছুঃখের সলিলে যেন ! হেনকালে আসি  
 উঠিল। রঘুপতি লক্ষ্মণের মাথে ।  
 দ্বিসবদন নাথে হেরি, লো! স্বজনি,  
 উতলা হইলু কত, কত যে কাঁদিবু,  
 কি আর কাঁহিব তার? বীর পঞ্চজনে  
 পূজিল রাঘবাজে, পূজিল অনুজে ।  
 একত্রে পশিল। তবে সুন্দর নগবে ।

“মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে  
 রঘুবীর, বসাইলা রাজসিংহাসনে  
 শ্রেষ্ঠ যে পুরুষের পঞ্চজন মাথে ।  
 ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া  
 লক্ষ লক্ষ বীরসিংহ ঘোর কোলাহলে ।  
 কাপিল বসুধা, মথি, বীরপদভরে !  
 সতয়ে মুদিবু অঁখি । কহিলা কামিয়া  
 মা আমার, ‘কারে ভয় করিস্, জানকি ?  
 সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে  
 মিত্রবর । বধিল যে শূরে তোর স্বামী,  
 বালি-নাথ ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে ।  
 কিস্কিন্দা নগর ওই । ইস্রতুলা বলী-  
 রুদ্র চেয়ে দেখে সাজে ।’ দেখিবু চাহিয়া,  
 চলিছে বীরেন্দ্রদল জলস্রোতঃ যথা  
 বরিষায়, লহুকারি ! ঘোর মড়মড়ে  
 ভাঙিল নিবিড়বন; শুখাইল নদী;  
 ভয়কুল বনজীব পালাইল দূরে;  
 পূরিল জগত, মথি, গভীর নির্যোযে ।  
 উঠিল। সৈন্যদল সাগরের তীরে ।

দেখিছু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে  
 শিলা । শৃঙ্গধরে ধরি, ভীমপরাক্রমে  
 উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত ।  
 বাধিল অপূর্ব সেতু শিম্পীকুল মিলি ।  
 আপনি বারীশ পার্শী, প্রভুর আদেশে,  
 পরিল শৃঙ্খল পায়ে ! অলঙ্ঘ্য মাগর  
 লঙ্ঘি, বীরমদে পার হইল কটক !  
 টলিল এ স্বর্ণপুরী বৈরীপদ চাপে,—  
 ‘জয়, রঘুপতি, জয় !’ ধ্বনিল সকলে !  
 কাঁদিছু হরষে, সখি ! সুরবর্গমন্দিরে  
 দেখিছু সুরবর্গমানে রক্ষঃকুলপতি ।  
 আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্মসম  
 বীর এক ; কহিল সে, ‘পূজ রঘুবরে,  
 বৈদেহীয়ে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে  
 সবংশে !’ সংসারমদে মত্ত রাঘবরি,  
 পদাঘাত করি তারে কহিল কুবর্ণী ।  
 অভিমানে গেলা চলি সে বীরকুঞ্জ  
 যথা প্রাণনাথ মোর ।”—কহিল সরমা,  
 “হে দেবি, তোমার দুঃখে কত সে দুঃখিত  
 রক্ষোবাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?  
 দুজনে আমরা, মতি, কত যে কেঁদেছি  
 ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?”  
 “জানি আমি,” উত্তরিল মৈথেলী রূপসী,—  
 “জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম  
 পরম ! সরমা সখি, ভূমিও তেমনি !  
 আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,

সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়াগুণে!

কি কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন ।—

“সাজিল রাক্ষসহৃদ যুঝিবার আশে;

কাজিল রাক্ষসবাদ্য; উঠিল গগনে

মলিন পিণ্ড-মথি, দেখি দীরদলে,

তোজে ছতানসম, বিক্রমে কেশরী!

কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?

বহিল শোণিতনদী! পর্বত আকারে

দেখিল শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।

আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,

শাকুনী, গুধিনী আদি যত মাংসাহারী

বিহঙ্গম, পালে পালে গগনাল; আইল

অসংখ্য কুকুর। লঙ্কা পুরিল উভরবে।

“দেখিলু করুণনাথে পুনঃ সভাতলে,

মলিনবদন এবে, অশ্রুয় অঁপি,

শোকাকুল। ঘোর রণে রাঘববিক্রমে

লাঘব গরব, মই! কহিল বিবাদে

রক্ষোরাজ, ‘হায়, বিধি, এই কি রে ছিান

তোর মনে? যাও তবে, জাগাও যতনে

শূলীশাস্ত্রসম ভাই কুন্তকর্ণম।

কে রাগিলে রক্ষঃকূলে সে যদি না পারে?’

ধাইল রাক্ষসদল; বাজিল বাজনা

ঘোর রোলে; নারীদল দিল ছলাছলি।

বিশাট মূর্তির পশিল কটকে

রক্তস্রাবী। এতু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,

হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)



কাটিল তাহার শিরঃ! মরিল অকালে  
জাগি সে ছুরন্ত শূর। জয়রাম ধনি  
শুনি' হরষে, মই! কাঁদিল রাবণ!  
কাঁদিল কনকলক্ষা হাহাকার রবে!

“চঞ্চল হই'নু, সখি, শুনিয়া চৌদিক  
জন্মন! কহি'নু মায়ে, ধরি পা দুখানি,  
'রক্ষকুল দুখে বুক ফাটে, মা, আমার!  
পরে'রে কাতর দেখি গাতত কাতর।  
এ দাসী; ক্ষম মা, মোরে!’ হাসিয়া কহিল।  
বসুধা, ‘লো যুবধু, সত্য যা দেখিলি:  
লণ্ডভণ্ড করি লক্ষা দণ্ডিবে রাবণে  
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মিলিয়া।’

“দেখি'নু, সরমা সখি, সুরবালানলে,  
নানা আভরণ হাতে, মন্দিরের নালি,  
পটবস্ত্র। হাসি তার। বেড়িল আগারে।  
কেহ কহে, ‘উঠ, সতি, হত এত দিনে  
ছুরন্ত রাবণ রণে!’ কেহ কহে ‘উঠ,  
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ব্রতা করি,  
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,  
পর নানা আভরণ। দেবেঙ্গাণী শচী  
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!’

“কহি'নু, সরমা সখি, কঁরপুটে আমি;  
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে  
দাসীর? যাইব আমি যথা কাম মম  
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কান্দালিনী সীতা,  
কান্দালিনীবেশে তারে দেখুন নৃমণি!’

“উত্তরিল। সুরবালা; ‘শুন লো গৈথেলি।  
 সখাশিখরির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে  
 পুত্রকারি রাজহস্তে দান করে দাতা।’  
 “কাদিয়া, হাগিয়া, মই, মাজিনু মন্তরে :  
 “কিহু হুহুনাশে যায় লো, যেমতি  
 কনক উদয়াচল দেব অংশুমালী!  
 পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে  
 পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অর্মানি!—  
 সহসা, স্বজন, যথা নিবিলে দেউটী,  
 ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা  
 আমার,—অধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!  
 হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তৎনি?  
 কি মাদে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?”

নীরবিল। বিদ্যুৎখী, নীরবে যেমতি  
 বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাদিয়া সরম  
 (রক্তকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ রূপে)  
 কহিলা; “পাইবে নাথে, জনকনন্দিনি!  
 মত্যা এ স্বপ্নন তব, কহিনু তোমারে’  
 ভাসিছে সলিলে শিলা; পড়েছে গংগানে  
 দেবদৈত্য, নরত্রাস কুস্তকর্ণ বলী;  
 সেবিছেন বিভীষণ জিহ্বা রঘুনাথে  
 লক্ষলক্ষ বীরসহ। মরিবে পৌলস্ত্য  
 যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্মতি  
 সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।  
 অসীম লালসা আমার শুনিতে কাহিনী।”  
 আরস্তিলা পুনঃ সতী সুনধুরস্বরে;—

“ মেলি আঁখি, শশীযুথি, দেখি নু সন্মুখে  
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী,  
তুঙ্গশৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !

“কহিল রাঘবরিপু; ‘ইন্দীবর আঁখি  
উন্মীলিয়া, দেখ চেয়ে, ইন্দুসিঙ্গধর  
বারণের পরাক্রম ! জগত বিখ্যাত  
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজবলে !  
নিজ দোষে মরে মৃঢ় গকড়নন্দন !

কে কহিল মোর সাপে ঘৃণিতে বর্ষবরে ?’

‘ধর্মকর্ম সাধিবারে মরি নু সংগ্রামে,  
বারণ;’ —কহিল শূর অতি মৃদুস্বরে—

‘সম্মুখসমরে পড়ি মাই দেবালয়ে ।

কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ বে ভাবিয়া ?

শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে ।

কে তোর রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি শঙ্কটে,

লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারীরতনে !’

“এতক কহিয়া বীর নীরব হইলা !

তুলিল আশ্রয় শূন্য রথে চক্ষাপতি ।

কৃতাজ্জলিপুটে কাঁদি কহিল, স্বজন,

বীরবরে : ‘সীতা, নাম, জনক ছুহিতা,

রঘুবধু দাসী, দেব ! শূন্য মরে পেয়ে

আশ্রয়, হরিছে পাপী, কহিও একথা

দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে !’ ।

“উঠিল গগণে রথ গন্তীর নিষোন্মে,

শুনিলু তৈরব রব ; দেখিলু সন্মুখে

মাগর নীলোর্মিময় ! বহিছে কলোলে,

অতল, অকূল জল, অবিরাম গতি।  
 কাপ দিয়া জলে, মখি, চাহিলু ডুবিতে;  
 নিবারিল ছুফ মোরে : ডাকিলু বারীশে,  
 জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,  
 অবহেলি অভাগীরে ! অনন্তর পথে  
 চলিল কনক রথ মনোরথগতি।

“ অবিলম্বে লক্ষাপুরী শোভিল সমুখে।  
 মাগরের ভালে, মখি, এ কনক পুরী  
 রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি  
 স্ববর্ণগঠিত, তবু বন্দীর নয়নে  
 কনিষ্ঠকরু কি লো শোভে তার আভা ?  
 স্ববর্ণ পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী  
 যে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? ছুঃখিনী মতত  
 যে পিঞ্জরে রাখ তুগি কুঞ্জবিহারিনী ?  
 কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !  
 কে কবে শুনেছে, মখি, কহ, হেন কথা ?  
 রাজার গন্দিরী আমি, রাজকুলবধু,  
 তবু বদ্ধ কারাগারে !”—কাঁদিলা রূপসী,  
 সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।

কক্ষণে চক্ষুজল মুচি আলোচনা  
 সরমা কহিল ; “ দেবি, কে পারে খণ্ডিতে  
 বিধির নির্বন্ধ ? কিন্তু মত্যা যা কহিল  
 বন্ধুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লক্ষাপতি  
 আনিয়াছে হরি তোনা ! মবংশে মরিবে  
 ছুফমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে  
 বীরযোনি ? কোথা, মতি, ত্রিভুবনজয়ী

মোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,  
 শবাহারী জলুকুল ভুঞ্জিছে উল্লাসে  
 শবরাশি ! কাণ দিয়া শুন, ঘরে ঘরে  
 কাঁদিছে বিধবাবধু ! আশু পোহাইবে  
 এ তব দুঃখশরীরী ! ফলিবে, কহিলু,  
 স্বপ্ন ! বিন্যাধরীদল মন্দিরের দামে  
 ও বরাদ্দ রঞ্জে আমি দ্বাশ সাজাইবে !  
 ভেটিবে রাখবে তুমি, বসুধা কামিনী  
 সরস বসন্তে যথা ঋতুকুলেশ্বরে !  
 ভুলোনা দাসীরে, সাধি ! যত দিন বাঁচি,  
 এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব  
 ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,  
 সরসী হরষে পূজে কোমুদিনী ধনে !  
 বহু ক্লেশ, স্নানেশিনি, পাইলে এ দেশে ।  
 কিন্তু নহে দোষী দাসী !” কহিল। স্বশ্বরে  
 মৈথিলী ; “সরমা সখি, মম হিতৈষিনী  
 তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?  
 মকভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,  
 রক্ষাবধু ! সূর্যাতল ছায়াকরণ ধরি,  
 তপন তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে !  
 মূর্তিমর্তী তুমি আমার নিদ্রায় দেশে !  
 এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনীরূপী  
 এ কালকনকলকাশিরে শিরোমণি ।  
 আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্ক্ষালিনী সীতা  
 তুমি লো মহার্ষ রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে  
 রতন, কহু কি তারে অবসনে, ধনি ? ”

নমিয়া সতীর পদে, কহিল। সরমা;  
 “বিদায় দাসীয়ে এবে দেহ, দয়াময়ি!  
 না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,  
 রঘুকুলকমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি  
 আমার রাখবদাস; তোমার চরণে  
 আমি কথা কই আমি, এ কথা, শুনিলে  
 কষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব শকটে।”

কহিল। টেম্বিনী; “মথি, যাও স্বরাংকরি,  
 নিজালয়ে, শুনি আমি দূর পদধ্বনি,  
 ফিরি বুঝি চেড়ীদল আমিছে এ বনে।”

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেল। ক্ষতগামী  
 সরমা; কহিল। দেবী, সে বিজন বনে,  
 একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে সেমতি।

ইতি শ্রী মেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

## পঞ্চম সর্গ ।

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ আলয়ে ।

কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত ধামে  
মহেন্দ্রা ; কুমুম শয্যা তাজি, মৌনভাবে  
বসেন ত্রিদিবপতি রত্নসিংহাসনে ;—  
সুবর্ণশঙ্করে সুখ আর দেব যত ।

অভিমাণে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে :  
“কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে ?  
শয়ন আগারে তবে সেন না করিছ  
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক নৃদিছে,  
উনীলিছে পুনঃ অঁখি, চমকি তরাসে  
মেনকা ! উর্বশী, দেখ, স্পন্দহীন সেন !  
চিত্রপুত্তলিকাসম ঢাক চিত্রলেখা !  
তব ডরে ডরি দেবী বিরামদায়িনী  
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,  
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,  
কে কোথা জাগিছে বল ? দৈত্যদল আসি  
বসেছে কি থান ; দিয়' স্বর্গের দুয়ারে ? ”

উত্তরিল অমুরারি ; “ভাবিতেছি, দোষ,  
কেমনে লক্ষণ পূর নাশিবে রাক্ষসে ?  
অজ্ঞেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি ! ”

“পাইয়াছ অস্ত্র, কাল ; ” কহিলা পৌলোমী  
অনন্তযৌবনা, “যাহে বধিলা তারকে  
মহাসুর তারকারি ; তব ভাগ্যবলে,

তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্শ্বতী.

দামীর সাধনে সাদী কহিলা, সুমিহ্ন  
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী  
ধ্বংসের বিধান কহি দিবেন আপনি;—

তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?”

উত্তরিল। দৈত্যারিগু; “গত্য, বা কহিলে,  
দেবেন্দ্রানি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লক্ষ্যপরে;  
কিন্তু কি কৌশলে মার। রক্ষিবে লক্ষ্যণে  
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে?  
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রানন্দন;  
কিন্তু দুস্তী কনে, দেবি, আঁটে যুগরাজে?  
দন্তোলি নির্যোম আমি শুনি, স্ববদনে;  
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরশ্বদে;  
বিমানে আমার মদ। ঝলে সৌদামিনী;  
তবু থরথরি ছিয়া কাঁপে, দেবি, যবে  
নাদে কষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুকারে  
অগ্নিময় শরজাল বসাইয়া চাপে  
মহেষান! ঐরাবত অস্তির আপনি  
তার ভীম প্রহরনে!” বিষাদে নিশ্বাসি  
নীরবিল। সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে  
(পতিখেদে সতীপ্রাণ কাঁদে রে সতত!)

বসিলা ত্রিদিবদেবী দেবেন্দ্রের পাশে।

উর্ধ্বশী, মেনকা, রক্তা, চাক চিত্রলেখা  
দাঁড়াইল। হারিদিকে; সরসে যেমতি  
সুধাকরকরশি বেড়ে নিশাকালে  
নীরবে মুদিত পদ্য! কিম্বা দীপাবলী



অধিকার পিঠতলে শারদ পার্শ্বণে,  
 হর্ষে মগ্ন বদ্ধ যবে পাইয়া মারে  
 চিরবাঞ্ছা ! মৌনভাবে বসিল দম্পতী ;  
 হেন কালে মায়াদেবী উতরিল তথা ।  
 রতনসম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল  
 দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবিকরজালে  
 মন্দারকাক্ষনকান্তি নন্দনকাননে !

গমস্ত্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দৌহে  
 পাদপদ্মে । স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি  
 মায়। কুতাঞ্জলি পুষ্টে সুরকুলনিধি  
 সুধিলা, “কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?”

উত্তরিল মায়াময়ী ; “যাই, আদিতেয়,  
 লক্ষ্যপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;  
 রক্ষঃকুল চূড়ামণি চূর্ণিব কোশলে  
 আজি । চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি  
 অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী  
 উষা দেখা দিবে হাসি উদয়শিখরে ;  
 লক্ষ্য পঙ্কজরবি যাবে অন্তাচলে !  
 নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্যণে,  
 অসুরারি । মায়াজালে বেড়িব রাক্ষসে ।  
 নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব অস্ত্রাঘাতে,  
 অসহায় ( সিংহ মেন আনায় মাঝারে )  
 মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?  
 মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা  
 পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে  
 ভূমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে

রঘুমিত্র? পুত্রশোক বিকল, দেবেন্দ্র,  
 পশিবে সমরে শূর কৃতান্তসদৃশ  
 ভীমবাহু! কার সাধা বিমুখিবে তারে?—  
 ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু সে কথা।”

উত্তরিল শচীকান্ত নমুচিসূদন;—

“পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রের শরে,  
 মহামায়া, সুরসৈন্য সহ কালি আমি  
 রক্ষিব লক্ষ্যণে পশি রাক্ষসসংগ্রামে।  
 না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!  
 মার তুমি আগে, মাতঃ মারাজাল পাতি,  
 কর্করুরুলের গর্ভ, দুর্গদ সংগ্রামে,  
 রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেবকুলপ্রিয়;  
 সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি.  
 তার জনো। ধাব আমি আপনি ভূতলে  
 কালি, দ্রুত ইন্দ্রদে দক্ষিণ কর্করুরে।”

“উচিত এ কর্ম তব, অদিতিনন্দন  
 বজ্রি!” কহিলেন মায়া, “পাইনু পীরিতি  
 তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,  
 যাই আমি লঙ্কায়।” এতক কহিয়া,  
 চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দৌহারে।  
 দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আমি।

ইন্দ্রাণীর করপদ্ম ধরিয়া কোঁতুকে,  
 প্রবেশিল মহাইন্দ্র পায়ের মন্দিরে—  
 সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনকা,  
 রক্তা, নিজ গৃহে সবে শিশিলা সজ্বরে।  
 সুবিনয়, পুর, শাকী, রুকন, কিকিণী

আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;  
 শুইলা ফুলশয়নে সৌরকররাশি  
 রূপিণী সুরসুন্দরী । সুস্বনে বহিল  
 পরিমলময় বায়ু, কভু বা আলকে,  
 কভু উচ্চকুচে, কভু ইন্দুমিত্তাননে  
 করি কেলি, মত্ত মথ। মধুকর, যবে  
 প্রকুলিতফুলে অলি পায়া বনস্থলে ।

স্বর্গের কনকদ্বারে উতরিলা মায়া  
 মহাদেবী ; সুনিম্নাদে আপনি খুলিল  
 হৈমদ্বার । বাহিরিয়া বিশ্ববিমোহিনী,  
 স্বপনদেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—

“ যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে  
 শিবিরে সৌমিত্রি শূর । সুমিত্রার বেশে  
 বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঞ্জিনি,  
 এইকথা ; ‘ উঠ, বৎস, পোহাইল রাত্তি ।  
 লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে  
 শোভে মর্য ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল  
 স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,  
 তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তিভাবে  
 দানবদমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,  
 বিনাশিবে অনারাসে ছুর্মদ রাক্ষসে,  
 যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে । ’  
 অসিলশ্বে, স্বপ্নদেবি, যাও লঙ্কাপুরে,  
 দেখ, পোহাইছে রাত্তি, বিলম্ব না  
 চলিলে । স্বপ্নদেবী ; নীলনভসাত্তম  
 উজলি. থমিয়া যেন পড়িল ছুর্মদরাক্ষসি ।

তার! স্বর উরি যথা শিবির মাঝারে  
 বিরাজে সৌমিত্র শূর, সুমিত্রার বেশে  
 বসি শিরোদেশে তার, কহিলা সুস্বরে  
কুহকিনী; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাত।  
 লক্ষার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে  
 শোভে সরঃ, কলে তার চণ্ডীর দেউল  
 স্বর্গময়; স্নান করি য়েই সরোবরে,  
 তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ তত্ত্বিতাবে  
 দানবদমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,  
 বিনাশিবে অনায়াসে দুর্মদ রাক্ষসে,  
 যশস্বি! একাকী, বৎস, গাইও সে বনে।”

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!  
 হায় রে, নয়নজলে ভিজিল অমনি  
 বক্ষস্থল! “হে জননি,” কহিলা বিষাদে  
 বীরেন্দ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত  
 তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা ছুখানি;  
 পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,  
 মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,  
 কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে  
 হৃদয়! আর কি, দেবি, এ রূথা জনমে  
 “হরিব চরণযুগ?” মুচি অশ্রুধারা,  
 চলিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জরগমনে  
 মধা ~~বিনোদন পদ~~ রঘুকুলরাজা।  
 চলিলা উত্তরমুখে অশ্রুজের পদে;—  
 কতকণে উতরি রঘুকুলপতি।

নিজীবাহু, সান্নিধ্যে সুমিত্রা জননী  
 নিমন্ত

কহিলেন; ‘উঠ, বৎস, পোহাইল রাত্তি ।

লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজীমাঝে

শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল

ঘণময়; স্নানকরি সেই সরোবরে,

তুলিয়া বিবিধফুল, পূজ ভক্তিভাবে

দানবদমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,

হিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষর্সে,

যশস্বি! একাকী, বৎস, গাইও সর্ব্বনে ।’

এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা ।

কাঁদিয়া ডাকিলু আমি, কিন্তু না পাইলু

উত্তর । কি আজ্ঞা তব, কহ, রহুমনি?’

জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহীবিলাসী;—

“কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে

রাঘবরক্ষণ তুমি বিদিত জগতে ।” ৭

উত্তরিল। রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; “আছে সে কাননে

চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবরকূলে ।

আপনি রাক্ষসনাথ পূজেন সতীরে

সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু

ভয়ে, ভয়করহুল! শুনেছি ছুয়ারে

আপনি ভ্রমেন শব্দ—ভীম শূলপানি ।

যে পূজে মায়েরে সেথা জরী সে জগতে ।

আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি

প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,

সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব ৮

“রাঘবের আজ্ঞাবর্তী, রক্ষঃকুলোদ্ভব,

এ দাস;” কহিলা বলী লক্ষ্মণ, “দ্যাপি

পাই আছা, অনারাসে পশিব কাননে !

কৈ রোধিবে গতি মোর ? ” সুমধুরস্বরে

কহিলা রাঘবেশ্বর, ~~কহিলা~~ ~~মে~~ ~~কহে~~ ~~ছ~~

মোর হেতু তুমি, ~~কহিলা~~ ~~মে~~ ~~কহি~~ ~~ল~~ ~~স্ম~~ ~~রি~~ ~~নে~~ ...

না চাহে পরানামোর আর আয়ামি ~~কহিলা~~ ...

তোমায় ! কিন্তু কি করি ? কেমনে লাভিব

দৈবের নির্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—

ধর্মবলে মহাবলী ! তায়মীসদৃশ

দেবকুল আনুকূলা রক্ষুক তোমারে ! ”

অগমি রাঘবপদে, বন্দি বিভীষণে

সৌমিত্রি, রূপাণকরে. যাত্রা করি বলী

নিভয়ে উত্তরদ্বারে চলিলা সঙ্করে ।

জাগিছে সুগ্রীবমিত্র বীতিহোত্ররূপী

বীরবলদলে তথা । শুনি পদধ্বনি,

গভীরে কহিলা শূর ; “ কে তুমি ? কি হেতু

মোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্রকরি,

ঈচ্ছিতোবাসনা যদি ! নতুবা মারিব

শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ ! ” উত্তরিলা হাসি

রামানুজ, “ রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমনি !

রাঘবের চিরদাস আমি ” । অগ্রসরি

সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে ।

মধুরসজ্জায়ে তুমি কিঙ্কিন্দাপতিরে,

~~বাসিল বাশরী, বী~~ ~~উর্মিলা~~ ~~বিলাসী~~ ।

বাজিল বাশরী, বী ~~উদ্যান~~ ~~দুয়ারে~~

মণ্ডস্বর ; উখলিল ~~দেখিলা~~ ~~অদূরে~~

~~চিত্ত~~ ~~দীপিছে~~ ~~ললাটে~~

শশীকলা, মহোরগ ললাটে যেমতি  
 মণি ! জটাজুট শিরে ; তাহার মাঝারে  
 জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদনিশাতে  
কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্জে ঘেন !  
বিভূতি ভূষিত অক্ষ ; শাল বৃক্ষসম  
 ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিলা সোমিত্র  
 ভূতনাথে । নিকোষিয়া তেজস্কর অসি,  
 কহিলা বীরকেশরী ; “দশরথ রথী,  
 রঘুজ অজ অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,  
 তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,  
 চক্ষুচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে  
 প্রবেশি কাননে , নহে দেহ রণ দাসে !  
 সতত অধর্ম কর্মে রত লক্ষাপতি ;  
 তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,  
 বিরূপাক্ষ, আইস, রথা বিলম্ব না সহে !  
 ধর্ম্মে মাফী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;—  
 সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব !”

যথা শুনি বজ্রনাদ, উত্তরে হুকারি  
 গিরিরাজ, রঘুধ্বজ কহিলা গভীরে ;  
 “বাখানি সাহস তোর, শূরচূড়ামনি  
 লক্ষ্মণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?  
 প্রমত্ত প্রমত্তময়ী আজি তোর প্রতি,  
 ভাগ্যধর !” ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারে  
 কপদী ; কানন মাঝে পশিলা সৌন্দর্য্য

শুনিল। চমকি বীর ঘোর সিংহন নাতক  
 কাপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে

চৌদিকে ! আইল ধাই রক্তবর্ণ আঁখি  
 হৃৎক, আশ্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি !  
 জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি ।  
 পলাইল মায়াসিংহ, ততানতনে  
 \* তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চলিলা নিভয়ে  
 ধীমান্ । মহমা মেঘ আবরিলা শশী  
 নির্ঘোষে । বহিল বায়ু লহলহ স্বনে !  
 চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,  
 দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণপ্রভাদানে !  
 কড় কড় গড়ে বজ্জ পড়িল ভূতলে  
 \* যুহুর্মুহুঃ ! বাহুবলে উপড়িলা তরু  
 প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে !  
 কাঁপিল কনকলঙ্কা, গর্জিল জলধি  
 দূরে, লক্ষ লক্ষ শতখ রণক্ষেত্রে যথা  
 কোদণ্ডটংকার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে ।  
 অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী  
 সে রোরবে ! আচম্বিতে নিবিলা দাবায়ি ;  
 ধামিল ভুমল বাড় ; দেখা দিয়া পুনঃ  
 তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে !  
 কুমুমকুন্তলা নহী হাসিলা কোতুকে ।  
 ছুটিল মৌরভ ; মন্দ সমীর সনিল ।  
 সনিম্বয়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি ।  
 \* ~~অকস্মেৎ পূর্ণিমা-রাত্র্যক্ষর~~ নিকণে !  
 বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, ~~মন্দিরা~~ ~~১~~  
 সপ্তস্বর ; উথলিল সমরবের সহ  
~~অসি~~ ~~সমরবর~~ চিত্ত বিমোহিতা !



দেখিল। সম্মুখে বলী, কুমুম কাননে,  
 বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন !  
 কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,  
 কোঁমুদী নিশীথে যথা ! ছকুল, কাঁচলি  
 শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,  
 মানসসরসে, মরি, স্বর্ণ পদ্ম যথা !  
 কেহ তুলে পুষ্পরাশি, অলঙ্কারে কেহ  
 অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে  
 দ্বিরদরদনির্মিত, মুকুতা খচিত  
 কোলম্বক; ঝক ঝকে হৈমতার তাহে,  
 সঙ্গীতরসের ধাম ! কেহ বা নাচিছে  
 সুখময়ী ; কুচকুম্ভ পীরর মাঝারে  
 ছলিছে রতনমালা, চরণে বাজিছে  
 নূপুর, নিতম্ববিষে কণিছে রশনা !  
 মরে নর কালকণীনশ্বরদংশনে ;—  
 কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছলিছে যে ফণী  
 মণিময়, হেরি তাঁরে কামবিষে জ্বলে  
 পরাণ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে  
 যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;  
 হায়রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে  
 বাধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,  
 ভুজঙ্গভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া  
 তরুশাখে মধুসুখা ; খেলিছে অদম্য  
 জলযন্ত্র ; সঙ্গীরণ বহিছে কোঁতুকে,  
 পল্লিমল ধন লুটি কুমুম আগারে  
 অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিসমে

গাইল ; “ স্বাগত, ওহে রঘুচূড়ামণি !  
 নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিবনিবাসী !  
 নন্দনকাননে, শূর, সুবর্ণমন্দিরে  
 করি বাস ; করি পান অমৃত সতত,  
 অমরী, স্থিরষৌবনা ! বরিনু তোমারে  
 আশা হবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে ।  
 কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে  
 লভিতে যে সুখভোগ, দিব তা তোমারে,  
 গুণমণি ! রোগ, শোক আদি কীট যত  
 কাটে জীবনের ফুল এ ভবমণ্ডলে,  
 না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি  
 চিরদিন ! ” করপুটে কহিল। সৌমিত্র,  
 “ হে সুরসুন্দরীসুন্দ, ক্ষম এ দামেরে !  
 অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে  
 রামচন্দ্র, ভার্য্য, তাঁর মৈথিলী ; কাননে  
 একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি  
 রক্ষোনাথ । উদ্ধারিব, যোর যুদ্ধে নাশি  
 রাক্ষস, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম  
 সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !  
 নরকুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি  
 তোমা হবে । ” এতেক কহিয়া মহাবাহু  
 দেখিল। তুলিয়া অঁাখি, বিজন সে বন !  
 চলি গেতুচ্ছ বামাদল স্বপনে যেমতি,  
 কিবা জলবিম্ব যথা সদা সদোদয়ীণী :  
 কে বুঝে মায়ার মায়ী এ মায়ী সংসারে ?  
 ধীরে ধীরে পুনঃ বর্লি চলিলা বিস্ময়ে ।

কতক্ষণে শ্রবর হেরিলা অদূরে  
 সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,  
 সুবর্ণ সোপান শত মণ্ডিত রতনে ।  
 দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;  
 পিঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,  
 শংখ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে  
 পুড়ি, আনোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি  
 কুসুমবাসের সহ । পশিয়া গলিলে  
 সুরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে  
 নীলোৎপল ; দশদিশ পুরিল মৌরভে ।

প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র কেশরী  
 সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনী  
 যথাবিধি । “হে বরদে” কহিলা মাঝোদ্ধে  
 প্রণমিয়া রামানুজ, “দেহ বর দাসে !  
 নাশি রক্ষঃশূরে, নাভঃ, এই তিষ্ঠ মাগি ।  
 মানবমনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,  
 তুমি যত জান, হায়, মানব রসনা  
 পারে কি কহিতে ভত ? যত মাধব মনে,  
 পূরাও সে মবে, মাধ্বি ! ” গরজিল দূরে  
 মেঘ ; বজ্রনাদে লক্ষা উঠিল কাঁপিয়া  
 মহমা ! ছুলিল, যেন ঘোর ভুকম্পনে,  
 কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !

সম্মুখে লক্ষ্মণবলী দেখিলা কাঞ্চন  
 সিংহাসনে যুগ্মরাশি । হেজঃ রাশি রাশি  
 ধাঁধিল নয়ন কণ বিজলীঝলকে !  
 অধার দেউল বলী হেরিলা সতয়ে

চৌদিক ! হামিলা সতী ; পলাইল তমঃ  
জ্বতে ; দিব্যচক্ষুঃলাভ করিলা স্মৃতি !  
মধুর স্বরতরঙ্গ বহিল আকাশে ।

কহিলেন মহামায়া ; “ স্মৃৎসম্ম আজি,  
রে সতীস্মৃতিস্মৃত, দেব দেবী যত  
তোর প্রতি ! দেবঅস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে  
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা  
সাধিতে তোর এ কার্য শিবের আদেশে ।  
ধরি দেবঅস্ত্র, বলি, বিভীমণে লয়ে,  
যা চলি নগরমাঝে, যথায় রাবণি,  
নিকুন্তিল বজ্রাগারে, পূজে বৈশ্বানরে !  
সহসা, শার্দূলক্রমে অক্রমে রাব্রমে,  
নাশ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে  
অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি আবিবি  
মায়াজালে আমি দৌহে । নির্ভয় হৃদয়ে,  
যা চলি, রে বশস্বি ! ” প্রণমি শূরমণি  
মায়া'র চরণতলে, চলিলা সত্ত্বরে  
যথায় রাঘবশ্রেষ্ঠ । কুজনিল জাগি  
পাখীকুল ফুলবনে, যস্ত্রীদল যথা  
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গলনিকণে !  
রুতিল, কুসুমরাশি শূরবরশিরে  
তকরাজী ; সমীরণ বহিল সূস্বনে ।  
“ শুভক্ষণে গর্ভে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ,  
স্মৃতি জন্মনি তোর ! ”—কহিল আকাশে  
আকাশসত্ত্ব বাণী,—“ তোর কান্তি গানে  
ধুরিবে ত্রিলোক আজি, কহিবু রে তোরে !

দেবের অসাধ্য কৰ্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,  
তুই ! দেবকুল তুল্য অমর হইলি !”  
নীরবিলা সরস্বতী ; কৃজনিল পাখী  
সুমধুরতরঙ্গরে সে নিকুঞ্জবনে ।

কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণমন্দিরে  
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিত, তথা  
পশিল কৃজনধনি সে সুখসদনে ।  
জাগিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জবনগীতে ।  
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি’  
রথীন্দ্র, মধুরস্বরে, হায় রে, যেমতি  
নলিনীর কাণে অলি কহে গুঞ্জরিয়া  
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা ( আদরে  
চুষি নিমীলিত আঁখি ) “ ডাকিছে কুজনে,  
হৈমবতী উষা তুমি, রূপনি, তোমারে  
পাখীকুল ! মিল, প্রিয়ে, কমললোচন !  
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি  
সম এ পরাণ, কান্তা ; তুমি রবিছবি ;—  
ভেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন ।  
ভাগ্যরঞ্জে ফলোত্তম তুমি হে জগতে  
আমার ! নয়ন তারা ! মহাহঁ রতন ।  
উঠি দেখ, শশীমুখি, কেমনে ফুটিছে,  
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে  
কুসুম !” চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,  
গোপিনীকামিনী যথা বেণুর সুরবে !  
আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী  
সরমে । কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;—

পোহাইল এতক্ষণে তিমির শরীরী ;  
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,  
জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে  
বিদায় হইব নমি জননীর পদে ।

গরে যথাবিধি পূজি দেব ঠৈশ্বানরে.  
ভীষণ অশনিসম শর বরিষণে  
রানের সংগ্রামসাধ মিটার সংগ্রামে ।”

সাজিলা রাবণবধু, রাবণনন্দন,  
অতুল জগতে দৌছে ১ বামাকুলোত্তমা  
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !  
শয়নমন্দির হতে বাহিরিহে দৌছে—  
প্রভাতের তারা যথা অকণের সাথে !  
লজ্জায় মলিনমুখী পালাইলা দূরে  
( ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি )  
খদ্যোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;  
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;  
বাজিল রাক্ষস বাদ্য ; নমিল রক্ষক ;  
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগণে !

রতনশিবিকাসনে বসিলা হরষে  
দম্পতী । বহিল যান যানবাহদলে  
মন্ডোদরী মহিষীর সুবর্ণমন্দিরে ।  
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীর,া,  
ধিরদরদমণ্ডিত, অতুল জগতে ।  
নয়নমনোরঞ্জন যা কিছু সজ্জিলা  
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে ছুরারে  
প্রহরিণী, প্রহরণ কালদণ্ড সম

করে; অশ্রুধারা কেহ; কেহ বা ভুতলে ।  
 তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে ।  
 বহিছে বাসন্তানিল, অযুতকুমুম-  
 কাননসৌরভবহ । উথলিছে মৃদু  
 বীণাদ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি ।

প্রবেশিল অরিন্দম, ইন্দুনিতানন।  
 প্রমীল। সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণমন্দিরে ।  
 ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া ।  
 কহিল বীরকেশরী; “শুন লো ত্রিজটে,  
 নিকৃষ্টজাতি সাদ্র করি আমি আজি  
 কৃষ্ণব বাহুর সঙ্গে পিতার অশ্রুদেশে,  
 নাশিব রাক্ষসরিপু; তেঁই ইচ্ছা করি  
 পূজিতে জননীপদ। যাও বার্তা লয়ে;  
 কহ পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়িয়ে ছুরারে  
 তোমার, হে লক্শ্মণরি।” মাফোঁড়ে প্রণমি,  
 কহিল পরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী!)  
 “শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,  
 যুবরাজ! তোমার মঙ্গলহেতু তিনি  
 অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!  
 তবসম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?  
 কার বা এ হেন মাতা?” এতেক কহিয়া  
 সৌদামিনীগতি দূতী ধাইল মত্বরে ।

গাইল গায়িকাদল সুযন্ত্র মিলনে;—  
 “হে রুদ্রিকে টেঁহমবতি, শক্তিধর তব  
 কার্তিকেয় আমি দেখ তোমার ছুরারে,  
 সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আমি সুরে,

রোহিণীগঞ্জিনী বধু; পুত্র, যার রূপে  
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি!  
ভুবনবিজয়ী শূর ইঞ্জিত্ বলী—  
ভুবনমোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!”

বাহিরিলা লকেশ্বরী নিবালয় হতে।  
প্রণমে দম্পতীপদে। হরষে দুজনে  
কোলে করি, শিরচুম্বি, কঁাদিল। মহিষী!  
হার রে, মারের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে  
তুই, ফুলকুল যথা মৌরভ আগার,  
শক্তি মুকুতার ধাম, মনিময় খনি!

শরদিন্দু পুত্র; বধু শারদকৌমুদী;  
তারাকিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি  
রাক্ষসকুলদৈশুরী! অশ্রুবারি ধারা  
শিশির, কপোলপর্নে পড়িয়া শোভিল!

কহিল। বীরেন্দ্র; “দেবি, আশীষ দামেদে  
নিকুণ্ডিলাগজ্ঞ সাজ করি যথাবিধি,  
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!  
শিশুভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে  
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?  
দেহ পদধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে  
মির্কিগ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শরজালে  
লঙ্কা! ঝাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে  
রাজদ্রোহী! গেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে  
মাগর অতল জলে!” উত্তরিল। রাণী,  
মুছিয়া নয়নজল রতনআচলে;—

“কেমনে বিদায় তোরে করি রে, বাছনি!



আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী  
 আমার ? ছুরন্তরণে মীতাকাস্ত বলী ;  
 ছুরন্ত লক্ষণ শূর ; কালসপসিম  
 দয়াশূন্য বিতীষণ ! মত্ত লোভমদে,  
 শ্ববক্ষুবাক্ষবে মূঢ় নাশে অনারাসে,  
 ক্ষুধায় কাতর বহু প্রাণয়ে যেমতি  
 শ্মশিষ্ঠ ! কুক্ষণে, বাছা, নিকষ। শাশুড়ী  
 ধরেছিল। গর্ভে দুফেটে, কহিনু রে তোরে !  
 এ কনক লক্ষা মোর মজালে দুর্মতি !”

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিল। রথী ;—  
 “ কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে, লক্ষণে,  
 রক্ষোদৈবী ? দুইবার পিতার আদেশে  
 তুণ্ডল সংগ্রামে আমি বিমুগ্ধি নু দৌহে।  
 অগ্নিময় শরজালে ! ও পদপ্রসাদে  
 চিরজয়ী দেবদৈত্যনরের সমরে  
 এ দাস ! জানেন তাত বিতীষণ, দেবি,  
 ভবপুত্র পরাক্রম ; দন্তোলি-নিষ্কপী  
 সহস্রাক্ষসহ যত দেবকুলরথী ;  
 পাতালে নাগেন্দ্র ; মর্ত্যে নরেন্দ্র ! কি হেতু  
 মতয় হইলা আজি, কহ, মা আমারে ?  
 কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ? ”

মহাদরে শিরচুষ্টি কহিল। মহিষী ;—  
 “ মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহীপতি,  
 নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !  
 নাগপাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে;  
 কে ধুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল,

নিশারনে যবে তুই বধিলি রাঘবে  
 সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!  
 শুনেছি মৈথিলীনাথ আদেশিলে, জলে  
 ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আমার বরষে!  
 মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,  
 বিদাইব তোরে আমি আবার বুঝিতে  
 তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল  
 কুলক্ষণ! সপ্ননখা মায়ের উদরে!”  
 এ কুহিয়া রাণী কাঁদিল। নীরবে।  
 কহিল। নীরকুঞ্জর; “পূর্বকথা স্মরি,  
 এ রথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!  
 নগর তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,  
 যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!  
 আক্রমিলে হুঁতাশন কে ঘুমায়ে ঘরে?  
 বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেবদৈত্য নর-  
 ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি  
 দিব কি রামবে দিতে, আমি, মা, রাবণি  
 ইজ্রাজিত? কি কহিব, শুনিলে এ কথা,  
 মাতামহ দহুজেজ্ঞ ময়? রখী যত  
 মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,  
 যাঁইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!  
 ওই শুন কুজনিছে বিহঙ্গম বনে।  
 পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইন্দ্ৰদেবে,  
 দুর্ধর্ষ রাক্ষসদলে পশিব সমরে।  
 আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।  
 স্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে

ও পদরাজীবয়ুগ, সমর বিজয়ী !

পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি—

জলদপ্রতিমস্থানে স্থানিলা কেশরী ।

মুছিয়া নয়ন জল রতনঅঁচলে,

উত্তরিল লঙ্কেশ্বরী ; “স্বাইবি রে যদি ;—

রাক্ষসকুলরক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে

রক্ষুন এ কাল রণে ! এই ভিক্ষা করি

তঁার পদযুগে আমি । কি আর কহিব ?

নয়নের তারাহারা করি রে খুইলি

আমার এ ঘরে তুই : ” কাঁদিয়া মিহিনী

কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;

“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইন,

ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !

বহলে তারার করে উছল ধরনী ! ”

বন্দি জননী পদে বিদায় হইলা

ভীমবাহু । কাঁদি রাণী, পুত্রবধুসহ,

প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে । শিবিকা তাজিয়া,

পদবজ্রে যুবরাজ চলিলা কাননে—

ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী

কুসুম বিবৃত পথে, যজ্ঞশাল। মুখে ।

সহসা নৃপুরুষনি ধনিল পশ্চাতে ।

চিরপরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কাণে

প্রণয়িনীপদশব্দ ! হাসিলা বীরেজ,

সুখে বাহুপাশে বাধি ইন্দীবরাননা

প্রমীলারে । “হায়, নাথ,” কহিলা সুন্দরী,

“ভেবেছি নু, যজ্ঞগৃহে যাব তব মাথে ;

সাজাইব বীরসাজে তোমায় । কি করি ?  
 বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী ।  
 রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি  
 পদযুগ ! শুনিয়াছি, শশীকলা নাকি  
 রবিতেজে সমুজ্জ্বলা ; দাসী ও তেমতি,  
 হে রাজসকুলরবি ! তোমার বিহনে,  
 আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে ।”  
 হৃদয় উরসে নয়ন বর্ষিল  
 উল্লসিতর মুকুতা ! শতদলদলে  
 কিছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে ?

উত্তরিল বীরোত্তম, “এখনি আসিব,  
 বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কাস্থশোভিনি ।  
 যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী—  
 শশীক্লেশ অগ্রে, মতি, উদে লো রোহিণী !  
 অজিলা কি বিধি, মাদ্রি, ও কমল আঁখি  
 কাঁদিতে ? আলোকাগারে কেন লো উদ্দিছে  
 পয়োবহ ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—  
 ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া  
 উষা, পালাইছে, দেখ, মস্তুর গমনে,—  
 দেহ অনুমতি, মতি যাই যজ্ঞাগারে ।”

অথা যবে কুম্ভমেধু, ইন্দ্রের আদেশে,  
 রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুম্ভনে  
 ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায়রে, তেমতি  
 চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিত বলী,  
 ছাড়িয়া রতিপ্রতিমা গ্রামীলা সতীরে !  
 কলমে করিলা যাত্রা মদন ; কুলধে

করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—  
রাক্ষসকুল-ভরসা। অজের জগতে !  
প্রাক্তনের গতি, হার, কার সাধ্য রোধে ?  
বিলাপিল। যথা রতি প্রমীলা সুবতী ।

কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষাবধু,  
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিল। সুন্দরে,  
“জানি আমি কেন তুই গহন কাননে  
ভ্রমিস্, রে গজরাজ ! দেখিয়া ও গতি,  
কি লজ্জার আর তুই মুখ দেখাইবি,  
অভিমানি ? মরু মাঝে। তোর রে কে বলে,  
রাক্ষসকুলহর্যাক্ষে হেরে যার আঁখি,  
কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনবাসী ।  
নাশিস্ বারণে তুই ; এ বীরকেশরী  
ভীষ্মপ্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,  
দৈত্যকুলনিত্যঅরি, দেবকুলপতি ! ”

এতক কহিয়া সতী, ক্লতাঞ্জলিপটে,  
আকাশের পানে চাহি আরাধিল। কান্দি ;  
“প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনি,  
সাধে তোমা, ক্লপাদৃষ্টি কর লক্ষ্যপানে,  
ক্লপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিশ্বাসে !  
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেণে !  
যে ব্রততী সদা, সতি, তুমি আশ্রিত,  
জীবন তাহার জীবে ওই তকরাজে ।  
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উদ্বারে !  
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্মামী তুমি ।  
তোমা বিনা, জগদধে, কে আর রাখিবে ? ”

বহে যথা সমীরণ পরিমলধনে  
 রাজ্যলয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা  
 প্রমীলার আরাধনা কৈলাস সদনে।  
 কাঁপিল। সভয়ে ইন্দ্র ! তা দেখি, মহনা  
 বায়ুবেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা  
 তাহার ! মুছিয়া আঁখি, গেল। চলি সতী,  
 যমুনা পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,  
 বিরহবিদুরা গোপী যায় শূন্যমনে  
 শূন্যলয়ে ! কাঁদি বাম। গশিল। মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধেকাব্যে উদ্যোগো নাম

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

---



